ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 June, 2021 ■ আগরতলা ১১ জুন, ২০২১ ইং ■ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে আরও ৬,১৪৮ জনের মৃত্যু, করোনা নিয়ে শিশুদের জন্য গাইডলাইন প্রকাশ করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১০ জুন মে (হি.স.)।। যত সময় যাচ্ছে তত বদলে যাচ্ছে করোনার প্রভাব। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই দেখা যাচ্ছে কমবয়সিরা আক্রান্ত হচ্ছেন। এমনকী শিশুদের মধ্যেও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা আগের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, করোনার তৃতীয় ধাক্কার ক্ষেত্রে শিশুরাই হবে মারণ ভাইরাসটির মূল টার্গেট। তাই, আগেভাগে করোনা আক্রান্ত শিশুদের জন্য গাইডলাইন প্রকাশ করল কেন্দ্র।

কেন্দ্রের দেওয়া গাইডলাইনে বলা হয়েছে, কোনওভাবেই শিশুদের ক্ষেত্রে রেমডেসিভির ব্যবহার করা যাবে না। কারণ রেমডেসিভির ১৮ বছরের নিচে শিশু—কিশোরদের শরীরে কতটা কার্যকরী বা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট তথ্য নেই। স্টেরয়েড ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কেন্দ্রের। ঝুঁকি রয়েছে এমন শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেই একমাত্র হাসপাতালে স্টেরয়েড ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন চিকিৎসকরা। এমনকি কোনও শিশু বা কিশোর করোনায় আক্রান্ত হলে জরুরি ভিত্তিতে অক্সিজেন থেরাপি শুরু করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে কর্টিকোস্টেরয়েড থেরাপি। এমনকি করোনায় আক্রান্ত শিশুদের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক আছে কিনা তা জানতে ৬ মিনিট হাঁটার পর পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শিশুদের ৬ মিনিট হাঁটানোর পর পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ৯৪ শতাংশের কম কিনা। বা একধাক্কায় ২—৩ শতাংশ কমে যাচ্ছে কিনা। প্রতি ৬—৮ ঘন্টা পরপর এই পরীক্ষা করতে হবে। হাসপাতালেও ভর্তি করা দরকার। তবে ৫ বছর বা তার কম বয়সি শিশুদের মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়েছে কেন্দ্র। ৬—১১ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে। ১২ বছরের উর্ধে সকলকে মাস্ক পরতে হবে।

এদিকে, ভারতে ফের কিছুটা বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, আগের দিনের তুলনায় প্রায় দেড় হাজার বাড়ল নতুন আক্রান্তের সংখ্যা। তবে, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা চিন্তা বাড়াল। বিগত ২৪ ঘন্টায় সর্বাধিক মৃত্যু হয়েছে ভারতে, বুধবার সারাদিনে ভারতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনায় আরও ৫ জনের মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৬৫৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। রাজ্যে করোনায় আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৮৫০ জন। বৃহস্পতিবার সরকারি বুলেটিনে প্রকাশ হয় গত ২৪ ঘন্টায় ১৪,৮৭৩ জনের নমুনা পরিক্ষা করে ৬৫৮ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়। মৃত্যু হয় গত ২৪ ঘন্টায় ৫ জনের। সুস্থ হয় ৮৫০ জন। সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৮৯.৯০ শতাংশ। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,২০৩ জন।

তবে সংক্রমনের পরিসংখ্যান পশ্চিম জেলায় অধিক। পশ্চিম জেলায় সংক্রমিত হয় নতুন করে ২৭৪ জন, গোমতী জেলায় ৪৯ জন, খোয়াই জেলায় ৬৫ জন, ধলাই জেলায় ৩৫ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪৮ জন, উত্তর জেলায় ৩৬ জন, ঊনকোটি জেলা ৭৬ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ৭৫ জন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেভার কুমার জামাতিয়া বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে একটি চিঠি লিখে ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জেলা কাউন্সিলকে (টিটিএএডিসি) ক্ষমতায়নের জন্য সংসদে ১২৫ তম সংশোধনী বিল, ২০১২ উপস্থাপনের দাবি জানিয়েছে যা সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিলের আওতায়।

শ্রী জামতিয়া তার চিঠিতে বলেছেন, যে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বিলটি অবিলম্বে সংসদে পাস করা দরকার। তিনি লিখেছেন, এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা পুর নিগম সহ তিনটি পুর পরিষদ ও দুটি নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কারফিউর সময়সীমা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় এখন থেকে শুধু পুর নিগম এলাকা সহ তিনটি পুর পরিষদ এবং দুটি নগর পঞ্চায়েত এলাকায় দিবারাত্র কারফিউয়ের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। তবে ওই এলাকায় কারফিউয়ের বিধিনিষেধ অনেকটা শিথিল করা হয়েছে। ১১ জুন থেকে ১৯ জুন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। অন্যত্র প্রত্যাহার করা হচ্ছে করোনা কারফিউ। তবে, জেলাশাসকরা প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কারফিউ জারি করতে পারবেন। পাশাপাশি, আন্তঃজেলা যাতায়াতেও বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করেছে ত্রিপুরা সরকার। তবে করোনা কারফিউ এলাকায় যাতায়াতে ১৮ জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, করোনা মোকাবিলায় সারা ত্রিপুরায় করোনা কারফিউ জারি করা হয়েছিল। আগামীকাল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ রয়েছে। কিন্তু করোনা সংক্রমণের হার বিভিন্ন স্থানে নিম্নমুখী। তাই আগামীকাল থেকে শুধু আগরতলা পুর নিগম, ধর্মনগর পুর পরিষদ, কুমারঘাট পুর পরিষদ, বিলোনিয়া পুর পরিষদ, রানিরবাজার নগর পঞ্চায়েত এবং সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায় দিবারাত্র করোনা কারফিউয়ের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, সংক্রমণের হার ৫ শতাংশের অধিক হওয়ায় ওই সব এলাকাগুলিতে কারফিউয়ের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, আগামীকাল ১১ জুন ভোর পাঁচটা থেকে ১৯ জুন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। এক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা রয়েছে আদেশে। তিনি বলেন, কারফিউ এলাকায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দোকানপাট, বাজার খোলা থাকবে। তবে, জিম, শপিং মল, সিনেমা হল, সুইমিং পুল, বিউটি পার্লার, সেলুন, পার্ক বন্ধ থাকবে। তেমনি, ধাবা ও রেস্টুরেন্ট দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে। তিনি জানান, ওই এলাকা বাদে সারা ত্রিপুরায় আগামীকাল ভোর পাঁচটা থেকে করোনা কারফিউ জারি থাকবে না। সেখানে যথারীতি সমস্ত কিছু স্বাভাবিকভাবে খোলা থাকবে। কিন্তু জেলাশাসক প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কারফিউ জারি করতে পারবেন। তাঁর সাফ কথা, করোনা কারফিউ জারি এলাকায় পূর্বের মতোই বিধিনিষেধে ছাড় রয়েছে।

করোনা ঃ রাজ্যে ৫ম, ৮ম নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা আপাতত উত্তীর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। রাজ্যের স্কুলগুলিতে পঞ্চম, অষ্টম, নবম এবং একাদশ শ্রেণিতে ১,৮৭,৭৪৪ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে তাদের আপাতত পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হচ্ছে। তবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তাদের মূল্যায়ন করা হবে।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, করোনা-র প্রকোপে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে পঠন-পাঠনে দারুন ব্যাঘাত ঘটেছে। ফলে, পাশ-ফেল প্রথা ত্রিপুরায় চালু হওয়ার কারণে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের আপাতত উত্তীর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বিদ্যালয় খোলার পর ওই সব ছাত্রছাত্রীর অবশ্যই মূল্যায়ন করা হবে। তেমনি নবম এবং একাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে যে সকল ছাত্রছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরও পরবর্তী শ্রেণিতে আপাতত উত্তীর্ণ করা হবে।

তাঁর কথায়, বার্ষিক পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে যে বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে বাকি বিষয়গুলিতেও ওই নম্বরই বিবেচনা করা হবে। কারণ, পোস্ট-মেট্রিক স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে মার্কশিট তৈরি করা আবশ্যক। সাথে তিনি যোগ করেন, কোনও ছাত্রছাত্রী ৩৩ শতাংশ নম্বর এক বা একাধিক বিষয়ে অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তা-হলে পাশ মার্ক প্রয়োজনে দেওয়া হবে।

এদিন তিনি জানান, পঞ্চম শ্রেণিতে ৫১,৮২৭ জন, অষ্টম শ্রেণিতে ৫২,৬৫৯ জন, নবম শ্রেণিতে ৫৩,১৭৬ জন এবং একাদশ শ্রেণিতে ৩০,০৮২ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এদিকে, আজ তিনি ১৭টি বেসরকারি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে বাড়িতে ফেরা হলো না সঞ্জিব গিরির। বৃহস্পতিবার রুখিয়ার জঙ্গল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।সাত সকালে এক যুবকের মৃত্যু দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ভেলুয়ারচর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সাত সকালে ভেলুয়ারচর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের সঞ্জিব গিরি নামের ৩২ বছরের এক যুবক বাড়ির পাশে রুখিয়ার জঙ্গলে লাকড়ি আনতে যায়। পরবর্তী সময়ে সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে পুটিয়া এলাকার অজয় নামে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ জঙ্গলের পাশে সঞ্জিব গিরি অজ্ঞান অবস্থায় জঙ্গলের পাশে পড়ে রয়েছে। তার চিৎকার শুনে এলাকার লোকজন সহ পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখে সঞ্জিব গিরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় সাত লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুন।। নেশাবিরোধী অভিযানে আবার বড়সড় সাফল্য পেল ত্রিপুরা পুলিশ। বহির্রাজ্যে পাচারের সময় সাত লক্ষাধিক টাকার ৭৩৬ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকায় একটি লরি থেকে ৫৩টি প্যাকেটে ৭৩৬ কেজি গাঁজা পুলিশ উদ্ধার করেছে। সাথে গাড়ির চালক সীতারাম যাদবকেও আটক করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর নেশাবিরোধী অভিযানে পুলিশ একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে। বিশেষ করে গাঁজা পাচার বন্ধে পুলিশের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলে দাবি করা হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ডব্লিউবি ৪১ এফ ৫১৬৭ নম্বরের লরিতে গাঁজা বোঝাই করে পাচার হচ্ছিল। পুলিশের তল্লাশিতে ওই গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে হাওয়াইবাড়ি এলাকায় ওই লরিতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। তাতে ৫৩টি প্যাকেট পাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রত্যন্তে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে চলছে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। করোনা অতিমারির মধ্যেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থেকে গিরিবাসীদের রক্ষায় শিবির করেছে স্বাস্থ্য দফতর। তাতে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথে ম্যালেরিয়া শনাক্ত করার জন্য রক্তের নমুনাও পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে তিন জনের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। তাদের ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

ধলাই জেলা ম্যালেরিয়া আধিকারিক দীনেশ দেববর্মা বলেন, স্বাস্থ্য কর্মী ও এমপিডব্লিউ-দের সাথে নিয়ে প্রায় ১২ কিমি পথ পায়ে হেঁটে শচীন্দ্র রোয়াজা পাড়া গ্রামে এসেছি। ওই গ্রামে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আজ এই গ্রামে ৭৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের রক্তের নমুনা পরীক্ষায় তিনজনের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। তাদের ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এলাকাটি মূলত ম্যালেরিয়া প্রবণ জোন হিসেবে চিহ্নিত। এই মরশুমে এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার প্রবণতা থাকে। তাই শুরুতেই ম্যালেরিয়া রোগীদের চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাথে গ্রামবাসীদের করোনা-র টিকা দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহশেখলায় গৃহবধূর ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। আমতলী থানা এলাকার মহেশখলার বর্মন পাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে এক গৃহবধূ ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। ফাঁসিতে গৃহবধূর আত্মহত্যার সংবাদ এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আমতলী থানার অন্তর্গত মহেশখলা বর্মন পাড়ায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক গৃহবধূ। বাড়ির পাশে রাবার বাগান থেকে আনিকা দাস নামে মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাবার গাছ থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতার স্বামীর নাম রাজু সিং। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হত তার স্বামীর সাথে। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে নিখোঁজ ছিল মহিলা। সকালে ঘুম থেকে উঠে তার মেয়ে বাড়ির পার্শবর্তী রাবার বাগানে দেখতে পায় মায়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজনদের খবর দেয়। খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমতলী থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে এসে ঘটনা তদন্ত করে আমতলী থানার পুলিশ। এটি আত্মহত্যা, নাকি হত্যাকান্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেসরকারি বিদ্যালয়ের বাস ভাড়া ৬০ শতাংশ হ্রাস সহ অন্যান্য ফি না নিতে শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। বর্তমান করোনা অতিমারির সময়ে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের উপর থেকে আর্থিক চাপ কমানোর লক্ষ্যে রাজ্যের বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি যাতে ইতিবাচক মানোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে তারজন্য শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী আজ শিক্ষাভবনে সিবিএসই ও টিবিএসই'র স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠক করেন।

বৈঠকে বর্তমান করোনা অতিমারির সময়ে বিদ্যালয়গুলি কি ধরণের ভূমিকা নিয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত হন। শিক্ষামন্ত্রী এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অভিভাবকদের

উপর যাতে আর্থিক বোঝা না চাপে সেজন্য প্রতিমাসের বাস ভাড়া অন্ততপক্ষে ষাট শতাংশ হ্রাস করার অনুরোধ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে টিউশন ফি ছাড়া আনুসঙ্গিক অন্যান্য ফি এই সময়ে না নেবার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। পাশাপাশি গতবছর অতিমারি চলার সময় বিদ্যালয়গুলি যে টিউশন ফি নিত এবছর তা না বাড়িয়ে একই রাখার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃতীয় মহাযুদ্ধ ও মানুষের নির্লিপ্ততা

।। ডাঃ কনক চৌধুরী।।

'মহাভারতের যুদ্ধে কে পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন ইহা আমার জানা নাই। প্রযুক্তিধন্য এই কলিযুগে বরং যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণহানি বা মৃত্যুর সংখ্যা হিসাবে রাখা অনেক সহজ।সেইহেতু সম্প্রতি খবর আসিলো,বিলাতে এক লক্ষ সাতাশি হাজার আটশো ষাট জন ও আমেরিকাতে পাঁচ লক্ষ আটানব্বই হাজার মানুষ কোভিড আক্রান্ত হইয়া ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ভারতে এই সংখ্যা তিন লক্ষ উনষাট হাজার ছয়শত পাঁচানব্বই। সংখ্যার নিরিখে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর দেশ আমেরিকার প্রথম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত আমেরিকানদের অপেক্ষাও বেশি! এই অস্বাভাবিক, অভূতপূর্ব সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কানেও আসিয়াছে। শিরোনাম হইয়াছে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ও ভিয়েতনাম যুদ্ধকেও ছাপাইয়া যাইতে পারে যে অসুখ, তাহার ভয়াবহতা পরিমাপের অপেক্ষা রাখে না। সাম্প্রতিক অতীতে ৯/১১'র টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনায় প্রায় তিন হাজার আমেরিকানের মৃত্যু এই সেই দিন পর্যন্ত সমুদয় বীভৎসতা লইয়া জনস্মৃতিতে জাগরূক ছিলো। মনোবিদরা বলিতেছেন, কোভিডে পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু সেই দুঃসহ স্মৃতিকেও পিছনে ঠেলিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষাও বেশি মানুষ মারা গিয়াছিলেন আমেরিকার ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে, এখন কি তবে সেই "বেদনাদায়ক মাইলফলক" এবং "অনুভূতি অবশ করিয়া দেয়া" পরিসংখ্যানকে ছুঁইবার শিহরিত অপেক্ষা?

ত্রিপুরাবাসীর মনে রাখা প্রয়োজন পাঁচ লক্ষের ন্যায় অতিকায় সংখ্যা বলিয়াই নহে, একটি মাত্র মৃত্যুও দুঃখজনক। কিন্তু চারিপার্শে প্রতিনিয়ত মৃত্যু ঘটিলে, কিংবা মৃত্যুসংবাদ আসিতে থাকিলে কি সেই দুঃখের বোধও এক কালে স্তিমিত, এমনকি নির্বাপিত হইয়া যায়? ত্রিপুরার শহরবাসীদের চাল-চলনে কি এমনটাই প্রতিভাত হইতেছে না? কোভিড-অতিমারি একুশ শতকের আমাদের জীবনে বোধ হয় মৃত্যু বিষয়ে আমাদের অনূভুতিকে প্রায় ভেঁতা বানাইয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনা সারা বিশ্বকে কাঁপাইয়া দিয়াছিল, জীবনহানি ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহার বিরাট বিশাল পরিধি মানুষের জীবন আমূল পাল্টাইয়া দিয়াছিল। অথচ, কোভিড আসিয়া কেবল একটি দেশেই পাঁচ লক্ষ প্রাণ লইল এবং তাহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় কয়েক বৎসর ধরিয়া নহে, মাত্র দেড় বৎসর সময়কালের ভিতরে আমরা মুখে 'অভূতপূর্ব ঘটনা' বলিলেও তাহার অন্তর্গত তাৎপর্য বুঝিতে পারিতেছি

কি ?

না কি মৃত্যু প্রকৃতিগত ভাবে স্বাভাবিক, কোভিডের ন্যায় বৈশ্বিক অতিমারির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতর, সুতরাং এই পরিমাণ মৃত্যু তো হইবেই, এই যুক্তি সাজাইয়া ও মনের মধ্যে পুষিয়া মুখোশ থুতনিতে বাধিয়া ও স্যানিটাইজার-সিঞ্চিত হইয়া আরক্ষা দপ্তর,প্রশাসন ও সরকারের সহিত চোর-পুলিশ খেলিতেছি ? ত্রিপুরায় অদ্যবধি কতোজন মানুষ করোনাকালে না খাইয়া প্রান বিসর্জন দিয়াছেন তাহা জানিতে মন আকুল হইয়া উঠে।কেউ পরিসংখ্যান জানিলে বাধিত করিবেন। মনে রাখা প্রয়োজন, পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হইয়াছে কোনও অনুন্নত দেশে নহে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য,ধনরাশি,শক্তি হইতে শুরু করিয়া সর্বক্ষেত্রে উচ্চমানের ও আধুনিক সুযোগসুবিধাযুক্ত একটি রাষ্ট্রে। বৃটিশ কে ভুলিয়া গেলেও নিজের প্রতি প্রবঞ্চনা হইবে বৈকি! কারন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৩৮ ▫ ১১ জুন ২০২১ ইং ▫ ২৮ জৈষ্ঠ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

প্রকৃতির সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসের যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। প্রকৃতির সৃষ্টি অন্যতম জীব মানুষ। ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ নিজেদেরকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ বহু উন্নত হইয়াছে। আগুন আবিষ্কার হইতে শুরু করিয়া বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মানুষ করিতে পারেনা এমন কাজ নাই। শুধুমাত্র সৃষ্টি এবং প্রলয় মহাজাগতিক ঘটনা হিসেবে এখনো পরিগণিত।আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ যেমন উন্নতির শিখরে পৌঁছিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ বন্যপ্রাণী সহ অন্যান্য প্রাণীদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। এর ফলশ্রুতিতে বন্যপ্রাণীরা ক্রমশই হারাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে।এর দায় মানুষ কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। লুপ্তপ্রায় প্রাণী গুলিকে সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।মানুষ যদি এসব বিষয়ে সচেতন না হয় তাহা হইলে প্রকৃতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়িতে বাধ্য হইবে। এটি শুধু প্রকৃতির অভিশাপ নয়। বন্যপ্রাণীদের বিলুপ্তির জন্য অনেকাংশেই দায়ী মানুষের সশস্ত্র সংগ্রাম। সম্প্রতি প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়া কাজ করা এক সংস্থার সমীক্ষায় উঠিয়া আসিয়াছে এই তথ্য। এর মধ্যে গরিলাকে নিয়া উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি এমনই আরও ২০০টি প্রাণীর বিলুপ্ত হইতে চলার নেপথ্যে এই কারণকে দায়ী করিয়াছেন বিশেষজ্ঞরা। একদিকে যেমন অরণ্য ধ্বংসের মতো কারণ বন্যপ্রাণীদের বিপন্নতার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে অপরদিকে, জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়া গেরিলাযুদ্ধে শামিল আন্দোলকারীদের সশস্ত্র সংগ্রাম - জোড়া ফলায় সবচেয়ে বিদ্ধ গরিলা প্রজাতি।

আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থার সমীক্ষা বলিয়াছে, গরিলা ছাড়া ২১৯ টি প্রজাতিও একই কারণে বিপদের মুখোমুখি। এ ধরনের সশস্ত্র সংগ্রাম শুধু মানুষের প্রাণহানিই ঘটায় না, প্রকৃতির উপরও এ এক মারাত্মক অত্যাচার। যার ফল ভুগিতে হয় বন্যপ্রাণীদের। প্রায় ৭০০০টি ঘটনার উপর সমীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে সংস্থাটি। সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন এলাকা অর্থাৎ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এই সমস্যা অধিক। প্রায় ৩০ হাজার প্রাণী ও উদ্ভিদ বিপন্ন হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই তালিকা খতিয়ে দেখিয়াই বিশেষজ্ঞরা দেখিয়াছেন, কঙ্গো, রোয়ান্ডা, উগান্ডা - এই তিন দেশে গরিলারাই সবচেয়ে বেশি সংকটে। জঙ্গলের অন্দরে অর্থাৎ যেখানে পরিবার নিয়া তাহাদের বাস, সেসব জায়গাতেও এখন মানুষের প্রবেশ ঘটিতেছে। অরণ্যের আড়ালে চলে সশস্ত্র সংগ্রামও।

পরিসংখ্যান দিয়ে আইইউসিএন জানাইয়াছে , জঙ্গলের কোর এরিয়ার ১৫ তাহাদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু ৩ শতাংশ এলাকায় মিলিশিয়া বা জঙ্গীরা গেরিলা যুদ্ধ চালায়। সংরক্ষণ, ভারসাম্য বজায় রাখিবার মধ্যে দিয়াা প্রকৃতিকে বাচাইয়া বন্যপ্রাণদের সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। সংস্থার পরিবেশবিদ, সমাজ বিশেষজ্ঞ কার্সনে ওয়াকার এই কথা জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে, এই ধরনের যুদ্ধ থামাইতে না পারিলে মনুষ্যপ্রজাতি নয়, তাদের চেয়ে অনেক বেশি বিপদের মুখে পড়িবে গরিলা জাতীয় প্রাণীর দল। তবে মানুষে-মানুষে লড়াইয়ে যে বন্যপ্রাণীরা এভাবে সংকটের মুখে পড়িত, তাহা কিন্তু এই সংস্থার সমীক্ষার আগে বোঝাই যায়নি। এটাই বোধহয় তাদের প্রতি উদাসীনতার সবচেয়ে বড় নজির। উদাসীনতা ছাড়িয়া প্রতিটি জীবকে নিজের মতন স্বাধীনভাবে বাচিয়া থাকিবার অধিকার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলেই প্রকৃতি তার নিজের রূপ ফিরিয়া পাইবে। গোটা বিশ্ব আবারো শান্তির স্বর্গভূমি হইয়া উঠিবে।

হলে বসে লিখিত পরীক্ষার বিকল্প নেই

অতনু বিশ্বাস

কোভিড অতিমারী শিক্ষাব্যবস্থার নাভিশ্বাস তুলে ছেড়েছে। না হতে পেরেছে সশরীর ক্লাস , না হতে পারছে পরীক্ষা। এ একেবারে বিশ্বব্যাপী চিত্র। অনলাইন ক্লাসের ফলে যে একটা বিপুল অংশ পড়ে থাকে প্রদীপের নিচে অন্ধকারে, সে অনুভব হয়েছে আমাদের। তা-ও এসবই বাধ্যবাধকতা। নীতি-নির্ধারকদের হাতে সুযোগও অপ্রতুল।

কোভিডের 'দ্বিতীয় তরঙ্গ' বিপর্যস্ত করে দিয়েছে দেশ এবং রাজ্যকে। তাই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক অথবা তার সমতুল্য পরীক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা বেড়েছে। ইতিমধ্যে বাতিল হয়েছে অনেক বোর্ডের পরীক্ষা, আমাদের রাজ্যের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও । চর্চা চলছে, কীভাবে পরীক্ষার্থীদের রেজাল্ট দেওয়া যায়।

সমাজও যারপরনাই চিন্তিত। আমিও চিন্তায়—নাগরিক হিসাবে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক হিসাবে, এবং অবশ্যই একজন অ্যাকাডেমিশিয়ান হিসাবে। গত ক'দিন ধরে সংবাদমাধ্যমে , টিভির আলোচনায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় মতামত দিচ্ছেন অনেক মানুষ। প্রত্যেকেই বলছেন নিজের নিজে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

প্রথমেই আসা যাক, পরীক্ষা হওয়া উচিত কি না। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের, এমনকী, শিক্ষাবিদদেরও মতামতের বিশেষ দাম থাকা উচিত কি না আমার সংশয় রয়েছে। এটা পুরোপুরি অতিমারীর গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সিদ্ধান্তটাও তাই একেবারেই প্রশাসনিক। বিজ্ঞানী, ডাক্তার, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং প্রশাসনিক বন্দোবস্তের সঙ্গে সংযুক্ত লোকের সঙ্গে কথা বলে সরকারই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদি মনে হয় যে, এরকম ব্যাপ্ত পরীক্ষার আয়োজন বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকাকর্মী এবং প্রশাসনিক লোকজনকে অতিমারীর ভয়াবহতার মধ্যে ঠেলে দিতে পারে, তাহলে সরকারের পক্ষে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। ভোট হয়েছে বলে পরীক্ষাও হতে হবে, এটাও কোনও কাজের কথা নয়। কারণ ভোট দেওয়া ঐচ্ছিক, কিন্তু পরীক্ষা দিতে না যাওয়াটার ফলশ্রুতি ঠিক অতটা সহজ নয়।

কিন্তু পরীক্ষা না হলে মার্কশিট দেওয়া হবে কীসের ভিত্তিতে? উচ্চমাধ্যমি পরীক্ষার্থীদের কলেজ ভর্তিরই বা কী হবে? বিষয়গুলো যে শিকলের মতো আটকানো। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সমাজের বেশ কিছু গণ্যমান্য মানুষ— বিজ্ঞানী, ডাক্তার, মনোবিদ, এমনকী, শিক্ষাবিদকে বলতে শুনেছি গত ক'দিন ধরে যে, একটা কিছু বিকল্প পথ ভাবতে হবে। ভাবতে তো হবে, কিন্তু কী সেই বিকল্প পথ? বেশিরভাব বিশেষজ্ঞই কিন্তু ওই পর্যন্ত বলেই দায় সারছেন। কেউ কেই অবশ্য সেই বহুচর্চিত এবং কোভিড-কালে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু-ব্যবহৃত অনলাইন পরীক্ষা অথবা প্রোজেক্ট কিংবা অ্যাসাইনমেন্টের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়ার কথা বলেছেন। কেউ কেই অনেকটা টেক-হোম ধাঁচের পরীক্ষার প্রস্তাবও দিয়েছেন, যাতে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নপত্র দিয়ে দেওয়া হবে, বাড়িতে বসে উত্তর লিখে স্কুলে জমা করবে তারা—অনলাইনে বা সশরীর।

প্রথমেই বলা যাক, যে যাই বলুক, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সশরীর পরীক্ষার হলে এসে নজরদারির মধ্যে লিখিত পরক্ষী দেয়ার কোনও বিকল্প নেই। পৃথিবীর কোথাও অতিমারীর আগে থেকেই এ নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। কোভিডের বাধ্যবাধকতার মধ্যে পৃথিবী অস্থির হয়ে সুষ্ঠু বিকল্প খুঁজে গিয়েছে সশরীর লিখিত পরীক্ষার। অনলাইন পরীক্ষী, প্রোজেক্ট কিংবা অ্যাসাইনমেন্ট, বা টেক-হোম পরীক্ষা স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে সুপ্রযুক্ত কি না, এ বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ রয়েছে। এসব দিয়ে কোনওমতে কাজ চলেছে উঁচু পর্যায়ে—কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর সেখানেও তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উঠেছে অজস্র প্রশ্ন। অনলাইন পরীক্ষায় নম্বর উঠছে দেদার। এমনিতে যা গড় নম্বর ওঠে তার চেয়ে হয়তো ২০-৩০ শতাংশ বেশি। এ ধরনের পরীক্ষী অজস্র টোকটুকির অভিযোগ বিপর্যস্ত। নভেম্বরে বম্বে আইআইটি এক অনলাইন পরীক্ষা বাতিল পর্যন্ত করেছে টোকাটুকির অভিযোগে। অনলাইন পরীক্ষায় এই টোকাটুকি চলে নানা উপায়ে—বই, নোট, ইন্টারনেট, অভিভাবক, প্রাইভেট টিউটর, ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক আলোচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এসব আটকানোর নানা চেষ্টা করছে নিজেদের মতো করে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, নিয়ম যতই কড়া হচ্ছে, তার ফাঁকফোকরও বেরিয়ে আসছে পাল্লা দিয়ে। এসবের কার্য কারণ নিয়ে সমাজের মানসিকতার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক। কারণ মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকের মতো পরীক্ষা যে অনলাইনে সম্ভব নয়, সেটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। দশ বা এগারো লক্ষ ছাত্র নিয়ে এই মহাযজ্ঞ তো কে বলমাত্র শহরের কিছু সুবিধাভেগী ছাত্রছাত্রীর জন্য নয়। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক'টা স্কুলে হতে পেরেছে অনলাইন ক্লাস? প্রয়োজনীয় ইন্টারনেটের নাগাল পাবে কতজন? মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মার্কশিট তৈরি করা যেতে পারে ক্লাস নাইনের বাৎসরিক পরীক্ষা আর স্কুলের হাতে যে দশ নম্বরের প্রোজেক্ট থাকে, তা দিয়ে। কিন্তু এসবই স্কুলের দেওয়া নম্বর।

উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সমস্যা অনেক। পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত হয়নি। বোর্ডের হাতে আছে ছাত্রদের প্র্যাকটিকাল বিষয়গুলির ৩০ নম্বরের প্র্যাকটিক্যাল এবং নন-প্র্যাকটিকাল বিষয়গুলি ২০ নম্বরের প্রোজেক্টের প্রাপ্ত নম্বর। একাদশে এদের পরীক্ষা হতে হতে থেমে গিয়েছিল। পরীক্ষা বোধয় হয়েছিল কারও তিনটে, কারও চারটে, কারও বা পাঁচটা বিষয়ের। যে ফরমূলায় গতবারের উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট তৈরি হয়েছিল, সেই একই ফরমূলায় এদের এগারোর মার্কশিটের শূন্যস্থান পুরণ করে নেওয়া যায় সহজেই। প্র্যাকটিকাল আর প্রোজেক্টের ২০/৩০ নম্বরকে মোটামুটি ৭০ শতাংশ গুরুত্ব দিয়ে আর এগারোর মন্বরকে ৩০ শতাংশ গুরুত্ব দিয়ে বানিয়ে ফেলা যায় মার্কশিট। তবে এর পুরোটাই বোধহয় স্কুলের দেওয়া নম্বর, কারণ এগারোর খাতা সম্ভবত দেখেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকরাই। অবশ্য ইচ্ছা করলে অল্প কিছু গুরুত্ব দেওয়া যায় এদের মাধ্যমিকের নম্বরকেও ধরা যাক ১০ শতাংশ। অর্থাৎ কেউ যদি মাধ্যমিকে মোট ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকে তাকে তার উচ্চমাধ্যমিকের সব বিষয়ে সাড়ে আট করে নম্বর দেওয়া হবে, আর বাকি দুটো ভাগ মিলে দেওয়া হবে ৯০ শতাংশ গুরুত্ব। এখানেও সমস্যা আছে। যারা উচ্চমাধ্যমি দেবে তারা প্রত্যেকেই তো আর রাজ্যের বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পাস করেনি, অন্য বোর্ডের ছাত্রছাত্রীও আছে। আর বিভিন্ন বোর্ড যে নম্বরের তারতম্য হয়, সে তো আমরা জানিই। অনেক এই পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের আরও প্রোজেক্ট, হোম অ্যাসাইনমেন্ট কিংবা টেক -হোম পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলেছেন। আমি এর সঙ্গে একমত এই। এমনিতেই যে সমস্ত প্রোজেক্ট ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীদের এই পর্যায়ে দেওয়া হয়, তা সবটা তারা নিজেরা করে বলে অনেকেই বিশ্বাস করে না। আমার ধারণা, নতুন প্রোজেক্ট বা হোম অ্যাসাইনমেন্টে কিংবা টেক -হোম পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলেছেন। আমি এর সঙ্গে একমত নই। এমনিতেই যে সমস্ত প্রোজেক্ট ইত্যাদি ছাত্রছাত্রীদের এই পর্যায়ে দেওয়া হয়, তা সবটা তারা নিজেরা করে বলে অনেকেই বিশ্বাস করে না। আমার ধারণা, নতুন প্রোজেক্ট বা হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে নতুন কিছু পাওয়া সম্ভব নয় যা ওই আগের ২০/৩০ নম্বরের বিষয়টায় পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে বড় কথা হল নম্বরের বিশ্বাসযোগ্যতা। প্রোজেক্ট বা অ্যাসাইনমেন্ট দিলেও যে ছাত্রছাত্রীরা সেগুলো নিজেরাই করবে তার কী নিশ্চয়তা? আর সুযোগের ক্ষেত্রেও রয়েছে ভয়ংকর রকমের বিভাজন--- বই, ইন্টারনেমেটর নাগাল, প্রাইভেট টিউটর, অভিভাবকের সাহায্য তো প্রত্যেতের সমান পরিমাণে হবে না। তার উপর এগুলোর মূল্যায়ন তো আর 'ব্লাইন্ডেড' হবে না— মূল্যায়ন করবেন নিজের নিজের স্কুলের শিক্ষকই। তাই নতুন প্রোজেক্ট করিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের বিশ্বাসযোগ্যতা একটুও বাড়বে বলে আমার ধারণা নয়।

রেজাল্টের ক্ষেত্রে ওই বিশ্বাসযোগ্যতাটাই কিন্তু আসল। যেটা প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়েছে কোভিড-কালের মার্কশিটগুলিকে। কোভিড সবচেয়ে বেশি ক্ষিতি করেছে ছাত্রছাত্রীদের— বিশেষ করে যারা লেখাপড়ায় ভাল। কোভিড-কালের মার্কশিট তাই সাবধানতায় ভরা গড়পড়তা নম্বরের প্রতিফলন হতে বাধ্য। গড়পড়তা নম্বরের এই ব্যবস্থায় ভাল আর মাঝারিদের ব্যবধান কমে আসে। তাই উচ্চমাধ্যমিক -পরবর্তী কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও যোগ্যতার সঠিক বিচার হওয়া কঠিন। কিন্তু বোর্ডগুলিকে বা সরকারকেও দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। এ ছবি আন্তর্জাতিক। এরকম কোভিড-কালের বাধ্যবাধকতা। কোথাও কর্তৃপক্ষের সামনে খুব বেশি পথও খোলা নেই।

তবু, আশা রাখব, অন্ত ছাত্রছাত্রীরা এই অতিমারী-বিধ্বস্ত স্কুল শেষের বিহ্বলতা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারবে বৃহত্তর জীবনের পথে। ওদের গড়ে ওঠার এখনও অনেকটা পথ বাকি। আমার স্নেহের একটি মেয়ের কথা বলি। গত বছর সে পাস করেছে উচ্চমাধ্যমি। ভর্তি হয়েছে মধ্য কলকাতার এক কলেজে। ক্লাস, পরীক্ষা সবই তো চলছে অনলাইনে। ফেব্রুয়ারি নাগাদ যখন রাজ্যের কোভিড- পরিস্থিতি খানিকটা ভাল ছিল, মেয়েটি একদিন বাবার সঙ্গে বেরিয়েছিল কলকাতা দেখতে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, পার্ক স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, এবং দেখতে গিয়েছিল তার নিজের না দেখা কলেজ বিল্ডিংটাও। আশা করব, এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে অন্তত কোনও দিন দূর থেকে নিজেদের কলেজ বিল্ডিং দেখতে যেতে হবে না।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

হুগলিতে বজ্রপাতে মৃতদের পরিবারের পাশে অভিষেক, করলেন অর্থসাহায্য

হুগলি, ১০ জুন (হি. স.) : হুগলিতে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের মধ্যে সোমবার বজ্রপাতে ১১ জন মারা যান। মৃত ১৯ জনের পরিবারের হাতেই বৃহস্পতিবার অর্থসাহায্য তুলে দেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলির দাদপুরের সাটিথান গ্রামে বজ্রপাতে মৃত কিরণ রায়ের পরিবারের সাথে দেখা করলেন অভিষেক। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় দাদপুরে মহেশ্বরপুর ফুটবল মাঠের হেলিকপ্টারে নামেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বাজ পড়ে মৃত্যু কিরণ রায়ের পরিবারের সাথে সেখান থেকে দেখা করে তাঁদের সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যও তুলে দেন তিনি।

সেখান থেকে যান মহানাদ অঞ্চলের বাগানপাড়া গ্রামে মৃত হারুন-অল-রশিদের বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন, ধনিয়াখালির তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্র এবং সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত। হারুনের স্ত্রী রেজিনা খাতুনের সঙ্গে কথা বলেন অভিষেক। সমবেদনা জানিয়ে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। রেজিনা বলেন, "পরিবারের চার জন সদস্য। উপার্জন করার লোক কেউ নেই। স্বামীর বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। শ্বশুর বৃদ্ধ। ছোট ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। তাদের পড়াশোনার খরচ চালানো এবং সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারি কাজের ব্যবস্থা হলে সংসারটা বেঁচে যায়।" রেজিনা জানান, কথা শুনে তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন অভিষেক।

মহানাদ থেকে মহেশ্বরপুরে ফিরে সিঙ্গুর ও হরিপালে মৃত ৫ জনের পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। এরপর বিকেল ৩টে নাগাদ কপ্টারে রওনা হন তারকেশ্বরে। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত ৫ জনের পরিবারের হাতে অর্থসাহায্য তুলে দেন অভিষেক। এরপর খানাকুলে গিয়ে দেখা করেন আরামবাগ ও খানাকুল এলাকায় বজ্রপাতে মৃত ৭ জনের পরিবারের সঙ্গে।

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

১৮টি দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা ফের চালু করছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ১০ জুন (হি.স.) : কিছু মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন ফের নিয়মিত চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। আগামী ১৬ জুন থেকে ২১ জুনের মধ্যে মোট ১৮টি ট্রেন চালানো শুরু হবে। কোভিড পরিস্থিতির কারণে বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছিল। কিছু ট্রেন আবার বন্ধ রাখা হয়েছিল।

রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই ট্রেনগুলির সময়, রুট এবং স্টপেজ আগের মতোই থাকছে। মূলত হাওড়া, শিয়ালদহ, নিউআলিপুরদুয়ার, কলকাতা, বালুরঘাট, ভাগলপুর-সহ কয়েকটি রুটে বেশ কিছু ট্রেন বন্ধ করা হয়েছিল। সেগুলো ফের চালু করা হচ্ছে। তবে সবক"টি ট্রেনই স্পেশাল হিসেবে চালানো হবে। তার মধ্যে রয়েছে প্রতিদিনই চলবে ভাগলপুর-দানাপুর স্পেশাল, দানাপুর-ভাগলপুর স্পেশাল, ভাগলপুর-মুজফফরপুর, কলকাতা-লালগোলা, লালগোলা-কলকাতা, শিয়ালদহ-নিউআলিপুবদুযাব, নিউআলিপুরদুয়ার- শিয়ালদহ, কলকাতা- রাধিকাপুর, রাধিকাপুর-কলকাতা। শনিবার এবং রবিবার বাদে বাকি পাঁচ দিন চলবে হাওড়া-বালুরঘাট স্পেশাল। মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ছাড়া বাকি দিন চলবে শিয়ালদহ-সহরসা স্পেশাল, শিয়ালদহ-সহরসা ভায়া পূর্ণিয়া, এই ট্রেনটি চলবে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার।

পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, মোট ১০টি ট্রেনের টিকিট বুকিং পরিষেবাও চালু হয়ে গিয়েছে। অনলাইনেও টিকিট বুক করা যাবে।

টাইটানিক ডুববে তিনি জানতেন ?

অভিমন্যু সেন

১৮৭২ সালে প্রকাশিত জুল ভার্নের 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্রি ডেজ্' উপন্যাসের ইংরেজ নায়ক ফিলিয়াস ফগ ৮০ দিনের দুনিয়া চষে ফেলেও আফসোস করেছিলেন, 'অআমি পৃথিবীকে চিনতে পারিনি, কেননা এ -পৃথিবীকে চিনতে পারিনি, কেননা এ -পৃথিবীর সমস্ত সাগর, মহাসাগর এখনও আমার অদেখা, অজানা। সমুদ্র এখনও আমার কাছে এক অপার অজ্ঞতা রহস্য'। তা, এই অপার রহস্যময় অতলান্তের প্রহেলিকা যদি কারও লেখায় ছদ্ম—ভবিতব্যের বেশে ধরা দেয়? যদি কেউ কাকতালীয়ভাবে বা অতিলোকিক প্রজ্ঞায় ভর করে জানাতে পারেন সমুদ্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী? এসব প্রশ্ন কৌতুহলের পাশাপাশি উদ্রেক করে অনন্ত বিস্ময়ের।

মর্গ্যান অ্যান্ড্রু রবার্টসনের (১৮৬১-১৯১৫) কথা বলছি। জীবদ্দশায় কিংবদন্তি হয়ে ওঠা এই মার্কিন লেখক আজ হারিয়ে গিয়েছেন বিস্মৃতির অতলে। বিজ্ঞানী হলেও মোটামুটিভাবে জীবনের শেষ ২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল তাঁর সাহিত্যজীবন। একাধিক ছোটগল্প (যার অধিকাংশই সমুদ্র-বিষয়ক)ও ছ'-খানা উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবশ্যই ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত এভং ১৯১২ সালে পরিমর্জিত তাঁর উপন্যাস ফিডাট্যালটি (নামান্তরে দ্য রেক্ অফ দ্য টাইটান') এই একটি উপন্যাসের জন্যই আজও রবার্টসনকে মনে রাখা যেতে পারে। কী ছিল এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু?

১৫ এপ্রিল, ১৯১২-এর মধ্যরাতে সাউদ্যাম্পটন থেকে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পথে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে তলিয়ে যায় সে- যুগের সবচেয়ে বিলাসবহুল যাত্রী বাহী জাহাজ আরএম এস টাইটানিক। 'টাইটানিক'-এর অর্থ 'সুমহান' বা 'অতিকায়'। কিন্তু এই দুর্ঘটনার ঠিক প্রায় দেড় দশক আগে মর্গ্যান রবার্টসন নামের এক স্বল্পখ্যাত ভদ্রলোক লিখে ফেলেছিলেন 'বিভির বিধান'। তিনি তাঁর 'ফিউটিলিট' (১৮৯৮) উপন্যাসে আশ্চর্যজনকভাবে এক বিলাসতরীর গল্প গাঁথেন, যেখানে 'টাইটান' নামের এক অতিকায় জাহাজ পথেই উত্তর আটলান্টিকে ডুবে গেল, তা-ও আবার এপ্রিলের এক শীতগ্রস্ত রাতে, আর সঙ্গে সঙ্গে সলিলসমাধি হল ১৫০০জন যাত্রীর। সত্যের সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল। এই অবধি জানালে মনে হতে পারে, নিখাদ কাকতালীয় ঘটনা, লেখকের কিছু অনুমান চোদ্দো বছর পরের বাস্তবের সঙ্গে মিলে গিয়েছে মাত্র। কিন্তু তাই কি? নেহাত 'অনুমান' বলে তাচ্ছিল্য করার উপায় কি আদৌও রেখেছেন রবার্টসন? 'ফিউটিলিট' উপন্যাসে যে- জাহাজটি ডোবে, সেই টাইটানের দৈঘ্য ছিল মোটামুটি ৮০০ ফুট, যা বাস্তবের টাইটানিকের দৈর্ঘ্যের প্রায় কাছাকাছি। শুধু তা -ই নয়, ১৯১২-র এপ্রিলের কনকনে ঠাণ্ডা আটলান্টিকে অত বেশিসংখ্যকর যাত্রীর সলিলসমাধির অন্যতম কারণ ছিল পর্যাপ্ত লাইফবোট বা জীবনতরীর সংখ্যা সীমিত হওয়ায় প্রাণহানির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। বাস্তবের মতো উপন্যাসেও প্রায় দেড় হাজার যাত্রী ডুবে প্রাণ হারান। আর, এসবের বাইরেও রয়েছে অনেক ছোটখাটো সংগতি। যেমন, টাইটান আর টাইটানিকের গতিবেগ এক, উপন্যাস আর বাস্তবের জাহাজ দু'টির

> ১৫ এপ্রিল, ১৯৯২-র মধ্যরাতে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর ডুবে যায় 'আরএমএস টাইটামিক'। আর, ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত একটি উপন্যাস প্রায় দেড় দশক আগে 'টাইটান' নামে একটি জাহাজের সলিলসমাধির কথা বলেছিল। এটা উপলক্ষ মাত্র। আরও অনেক ঘটনা হুবহু মিলে যায়। কী করে সম্ভব? এটা কি ষড়যন্ত্র ? কি করে ওই ঔপন্যাসিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবসদৃশ বর্ণনা দিলেন?

অন্দরসজ্জাও রীতিমতো সদৃশ। প্রকৃত দুর্ঘটনার এতদিন আগে লেখা একটি উপন্যাস কী করে এত নির্ভূলভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবসদৃশ বর্ণনা দিতে পারে? ছিল লেখকের? রবার্টসনের কোনও কোনও সমসাময়িক মনে করেছেন, এই লেখক অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। কেউ আবার ভেবেছেন, রবার্টসনের উপন্যাসের গল্পকে বাস্তবে চরিতার্থ করতে কেউ অন্তর্ঘাত করেছে, যার নেপথ্যে রয়েছে বড়সড় যোগসাজশ। চক্রান্তের এই তত্ত্ব অবশও যথার্থ প্রমাণাভাবে ধোপে টেকেনি। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 'ফিউটিলিটি' উপন্যাসটি কিন্তু তার জন্মলগ্ন থেকে মোটেই সমাদৃত ছিল না। বহু প্রকাশকের দুয়ারে গুরে শেষমেশ মিলবুর্ঘ ফ্রান্সিসকো ম্যান্সফিল্ডের (সে-যুগের নামকরা লেখক ও প্রকাশক) অনুগ্রহে প্রকাশিত হয় রবার্টসনের শতাইধক পৃষ্ঠার অনতিদীর্ঘ পরিসরের এই উপন্যাস। প্রকাশের পর অল্প জনপ্রিয়তার মুখ দেখা এই বই দীর্ঘদিন প্রায় অনাবিস্কৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। তবু স্বল্পসংখ্যায় মুদ্রিত এই উপন্যাসের প্রথম সংস্কারণ ফুরতেই প্রকাশক ঠিক করেন, ছাপা হবে দ্বিতীয় সংস্কারণ। সেইমতো ১৯১২-র ফেব্রুয়ারিতে বেরয় সেই সংস্কারণ। অর্থাৎ টাইটানিক ডুবে যাওয়ার ঠিক দু-মাস আগে। অদ্ভুতভাবে রবার্টসনের এবার ইচ্ছা হল উপন্যাসের নাম পাল্টে রাখবেন 'দ্য পেক্ অফ দ্য টাইটান'। যার অর্থ 'টাইটানের সলিলসমাধি' বা 'টাইটানের বিনাশ'। 'ফিউটিলিটি' রাতারাতি নাম পাল্টে হয়ে উঠল 'দ্য রেক্ অফ দ্য টাইটান'। কী ভেবে নামে তড়িঘড়ি এই বদল আনলেন লেখক? বাড়ে বিস্ময়, ঘনীভূত হয় রহস্যময়তা। তবে কি সত্যিই তিনি আগে থাকতে টের পেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভয়াবহতম জাহাজডুবির? সত্যিই কি তার স্বজ্ঞায় ধরা দিয়েছিল আপার রহস্যময় অতলান্তের প্রহেলিকা? পরিমার্জনার পর প্রকাশিত উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ দ্য রেক্ অফ দ্য টাইটান'-এর কথা কোনও দিন হয়তো আমরা জানতেই পারতাম না, যদি না টাইটানিক ট্র্যাজেডিতে মৃত যাত্রীদের স্মৃতির উদ্দেশ্য টমাস হার্ডি তাঁর 'দ্য কনভারজেন্স অফ দ্য টোয়েন ' নামের কবিতাটি পাঠের আসরে রবার্টসনের নাম উল্লেখ করতেন। টাইটানিকের দুর্ঘটনায় নিহত, আহত এবং তাঁদের পরিজনদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ব্যাপক। সেই ক্ষতিপূরণের লক্ষ্য নিয়েই হার্ডির তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে 'টাইটানিক ডিজাস্টার ফান্ড'। এই ক্ষান্ডের অনুষ্ঠানে এসে টামস হার্ডি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'রবার্টসনের বইটা আমরা সবাই আগে থাকতেই ভাল করে পড়লে বোধহয় এই দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হত না। ভাবতে অবাক লাগে চরম নিযতিবাদী হার্ডি ও অনুমান বাদী সাহিত্যের কাছে নতজানু হতে বলছেন।

১৯১২-র এপিলের জাহাজডুবির পর বাস্তব আর সাহিত্যের মধ্যে হার্ডির এই সংযোগসূতো টানার প্রয়াস মোটেই ভাল হয়নি রবার্টসনের পক্ষে। কেননা, জাহাজডুবির অব্যবহিত পর থেকে পরবর্তী ৫০ বছর টাইটানিকের ট্র্যাজেডিকে কেন্দ্র করে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে তত্ত্ব মার্কিন মুলুকে গুজবের মতো ছড়াতে থাকে। অবধারিতভাবে উঠে আসতে শুরু করে রবার্টসনের নাম। এই রেওয়াজ শুরু হয় লেখকের জীবদ্দশাতেই। তাই জীবনের শেষ পর্বে অন্যদের সন্দেহের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠেন তিনি। ১৯১৫ সালে প্রয়াত হন মর্গান অ্যান্ড্রু রবার্টসন। মৃত্যুর আগে জার্নালে লিখে যান, 'আমার অপরাধ একটাই, আমি সমুদ্রের রহস্যকে ছুঁতে পেরেছিলাম। বিশ্বাস করুন, এই অপরাদের জন্য আমি এতটুকু অনুতপ্ত নই।' **(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় শুক্রবার। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান হচ্ছেন এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১০।। লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ওয়াহিদা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগ দেয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি -কে আগামী ২৪ জুন অপরাহ্ণ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রতিরক্ষা বাহিনী সমূহের প্রধানদের (নিয়োগ, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা) আইন ২০১৮ অনুসারে উক্ত তারিখ অপরাহ্ণ থেকে তিন বছরের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো। এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ সেনাবাহিনীতে জেনারেল আজিজ আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রয়াণ চলচ্চিত্র জগতের অপূরণীয় ক্ষতি : শোক প্রকাশ প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ জুন (হি.স.): : প্রবীন চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র মোদী টুইটে লিখেছেন, "বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির সঙ্গে সমাজের নানা বিভাগের সম্পর্ক রয়েছে। তিনি খ্যাতিমান চিন্তাবিদ ও কবিও ছিলেন। তাঁর পরিবার এবং গুনমুগ্ধদের কাছে এই দুঃখের সময়ে সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।"

বৃহস্পতিবার সকাল ৬ টা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতায় নিজের বাসভবনেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পরিচালক। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। সকালবেলা তাঁর স্ত্রী তাঁকে ডাকতে গেলে কোনও সাড়া শব্দ পাননি। দ্রুত খবর দেন চিকিৎসককে। তারপরই জানা যায় ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে পরিচালকের। বার্ধক্যজনিত সমস্যা ছিলই, সঙ্গে ছিল কিডনির সমস্যাও। নিয়মিত ডায়ালিসিস করতে হত তাঁকে।

"গৃহযুদ্ধ", 'উত্তরা', "ফেরা" তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি। "তাহাদের কথা" অবিস্মরনীয় কাজ আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত স্পেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, এথেন্স আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড, বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন বিয়ার পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সহ অজস্র সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে চলচ্চিত্র জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি তাঁর পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রয়াণ চলচ্চিত্র জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে শোক-বার্তায় জানিয়েছেন, 'চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রয়াণে ব্যথিত। কাজের মাধ্যমে গীতিকারত্বকে তিনি সিনেমার ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণ চলচ্চিত্র জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। পরিবার, অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা।'

বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতায় নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। পরিবার সূত্রের খবর, বহু দিন ধরেই কিনডির অসুখে ভুগছিলেন চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। চলছিল ডায়ালিসিসও। কিডনির সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ছিল তাঁর বার্ধক্যজনিত সমস্যা। সমস্ত চেষ্টা বিফল করে, বৃহস্পতিবার সকাল ছ'টা নাগাদ ঘুমের মধ্যেই পরলোক গমন করেছেন তিনি।

'তাহাদের কথা', 'উত্তরা' ছবির জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। এছাড়াও "দূরত্ব", "নিম অন্নপূর্ণা", "গৃহযুদ্ধ", "ফেরা", "বাঘ বাহাদুর"-তাঁর উল্লেখযোগ্য সিনেমা। চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রয়াণে বাংলা চলচ্চিত্রে এক সোনালী অধ্যায়ের অবসান হল। চলচ্চিত্র পরিচালক ছাড়াও একজন কবি ছিলেন ১৯৪৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেওয়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত স্পেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, এথেন্স আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড, বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন বিয়ার পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সহ অজস্র সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

ধসের কবলে মাইবাং ও জাটিঙ্গার মধ্যবর্তী এন লেইকুল সংকটজনক রোগী নিয়ে আবদ্ধ চারটি অ্যাম্বুল্যান্স

হাফলং (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের মাইবাং ও জাটিঙ্গার মধ্যবর্তী এন লেইকুলের কাছে ধসের দরুন ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কে চারটি অ্যাম্বুলেন্স রোগী নিয়ে দেড় ঘণ্টার বেশি সময় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই চারটি অ্যাম্বুলেন্সে ছিলেন আশঙ্কাজনক চার রোগী। একটি অ্যাম্বুলেন্সে ছিলেন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। বাকি তিনটিতে ছিলেন অক্সিজেন সংযুক্ত তিন করোনায় আক্রান্ত রোগী।

মাইবাং ও লাংটিং থেকে অক্সিজেন সংযুক্ত তিন করোনা রোগী ও এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে নিয়ে চারটি অ্যাম্বুলেন্স হাফলং সরকারি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল বুধবার বিকেলেষ কিন্তু এন লেইকুলের কাছে আসতেই ঘটে এই বিপত্তি। কারণ এন লেইকুলের পাশে ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস বিধ্বস্ত এলাকায় একটি লরি ফেঁসে যাওয়ার দরুন এই চারটি অ্যাম্বুলেন্সকে প্রায় দেড় ঘণ্টার বেশ সময় আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ফেঁসে যাওয়া লরিটিকে টেনে তোলার পর কোনও রকম চারটি অ্যাম্বুলেন্সকে ধস বিধ্বস্ত এলাকা দিয়ে পার করিয়ে দেওয়া হয়।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে বলছেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যতই নিজেদের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরুক না-কেন, বুধবারের এই ঘটনা সরকারের উন্নয়নের ফাঁকা স্বরূপ জনসমক্ষে বেড়িয়ে এসেছে। সুদীর্ঘ ২০ বছরের বেশি সময় ধরে চলছে শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর (মহাসড়ক) নির্মাণের কাজ। অসমের অনান্য জায়গায় এই নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠলেও ডিমা হাসাও জেলার মধ্য দিয়ে ধাবিত এই ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের কাজ আজও সম্পূর্ণ হয়নি। অভিযোগ, একমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাবে ডিমা হাসাও জেলার মধ্য চলমান শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। প্রতি বছরই বর্ষায় একই অবস্থা হয়ে উঠে এই ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কে।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বর্ষার সময় যাতে নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত এই সড়কটি সচল রাখতে ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং বর্ষার শুরুতেই সড়কটি বেহাল হয়ে পড়ে। কিন্তু এর পরও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হেলদোল নেই। বর্তমানে সড়কটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় রয়েছে। যদি এই বর্ষার মরশুমে সড়কটি সংস্কারে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তা-হলে ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওই অংশে পাহাড় ধসে রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বর্ষার শুরুতেই পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের স্রোতে পাহাড় ধসে একটু একটু করে নেমে আসছে। যার দরুন জাতীয় সড়কের এন লেইকুলের এই অংশ এখন বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

ফের ডাক্তারের ওপর হামলা, এবার বিশ্বনাথের মাজুলিগড় চা বাগানে, দায়ের এফআইআর

বিশ্বনাথ (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : গত ১ জুন হোজাই জেলার অন্তর্গত লংকার উদালিতে ফুলতলি মডেল হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তারকে দলবদ্ধভাবে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছিল। এর জেরে গোটা দেশে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ফের অনুরূপ ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বিশ্বনাথ জেলার মাজুলিগড় চা বাগানে। বাগানের প্রায় ৭৫ বছর বয়সি চিকিৎসক ডা. বসন্তকুমার গোস্বামীকে তিন যুবকের হাতে মার খেতে হয়েছে। ঘটনা গতকাল বুধবার বিকেলে সংঘটিত হলেও আজ তিনি থানায় এফআইআর দায়ের করে ন্যায়বিচার চেয়েছেন।

ভুক্তভোগী ডা. বসন্তকুমার গোস্বামী জানান, করোনা সংক্রমণ রোধ করতে নয়া এসওপি জারি করেছে রাজ্য সরকার। এসওপি-র নীতি-নির্দেশনা অনুযায়ী দুপুর ১২টা থেকে দোকান ও বাজারহাট বন্ধ করার কথা। কিন্তু মাজুলিগড় চা বাগানের একাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সরকারি এই সব বিধি-নিষেধ পালন করছিল না। ফলে মাজুলিগড় চা বাগানে করোনার গণসংক্রমণ ঘটতে থাকে। এমতাবস্থায় বিশ্বনাথ জেলা প্রশাসন মাজুলিগড় বাগান কর্তৃপক্ষকে সরকারি এসওপি কঠোরভাবে পালন করতে নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়।

তিনি বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশ পেয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ এখানকার দোকানপাট বন্ধ করতে কঠোর অবস্থান নেন। এতে কতিপয় ব্যক্তি তাঁর ওপর চটে লাল হয়ে যায়। যেহেতু কোভিড রোগের দরুন দোকানপাট বন্ধ করা হচ্ছে, তাই এ সব তাঁর নির্দেশে হচ্ছে বলে বদ্ধমূল ধারণা করে বসে এরা। তারা বলছে, ডাক্তার বা বাগান কর্তৃপক্ষ কেন দোকানপাট বন্ধ করাবেন? এই প্রশ্নের জবাব চাইতে গতকাল বিকেলের দিকে কতিপয় ব্যক্তি বাগানের অফিসে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় তিনি (ডা. গোস্বামী) 'ইভিনিং ওয়াক'-এ বেরিয়ে মুখোমুখি হন দুষ্কৃতীদের। তাঁকে দেখা মাত্রই দুষ্কৃতকারীর দল তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধর করতে থাকে। তবে তাঁর কোয়ার্টারে কর্মরত এক কর্মচারীর হস্তক্ষেপে প্রাণে বাঁচেন তিনি, বলেন ডা. বসন্তকুমার গোস্বামী।

ডা. গোস্বামী হাতের কবজিতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। কেউ কেউ তাঁর মাথায় আঘাত করার জন্যও নাকি উদ্যত হয়েছিল। তবে তাঁর কোয়ার্টারে কর্মরত কর্মচারীটির বদৌলতে বেঁচে যান তিনি। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে তিনি শনাক্ত করতে পেরেছেন। তারা নিয়মিত তাঁর কাছে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আসত। তাঁর চিকিৎসায় সুস্থ হয় এরা। আজ গোটা ঘটনার বর্ণনা করে তাদের নামে এফআইআর করেছেন বলে জানান ডা. গোস্বামী।

বঙাইগাঁওয়ে হাতে তৈরি বন্দুক সহ গ্রেফতার দুই

বঙাইগাঁও (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : বঙাইগাঁও জেলায় হাতে তৈরি বন্দুক সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জনৈক আবুল হুসেন এবং মিনারুল আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গে, গতকাল বুধবার রাতে বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত মানিকপুরের পাতিলাদহা এলাকায় হাতে তৈরি বন্দুক সহ দুজনকে আটক করে মানিকপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পরে অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার দায়ে নির্দিষ্ট আইনের ধারা তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে রাতে পাতিলাদহা এবং পানবাড়ি পূর্ত সড়কে টহলদারি পুলিশের হাতে এরা ধরা পড়েছে। ধৃতআবুল হুসেন এবং মিনারুল আলি, দুজনেই কলবাড়ির বাসিন্দা। কীসের কাজে এরা বন্দুক ব্যবহার করে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর পেতে দুজনকে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

বিরোধীরা শক্তিশালী হলে রাস্তায় বসতে হত না কৃষকদের : রাকেশ টিকাইত

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): কৃষক আন্দোলন, কৃষি বিল-সহ নানা বিষয়ে বুধবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাকেশ টিকাইত-সহ অন্যান্য কৃষক নেতারা। মমতা ও টিকাইতের মধ্যে মূলত কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। যদিও, বৃস্পতিবার ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইত জানিয়েছেন, 'মমতাকে আমরা বলেছি, দেশের বিরোধীদের শক্তিশালী হতে হবে। বিরোধীরা শক্তিশালী হলে রাস্তায় বসতে হত না কৃষকদের।' রাকেশ টিকাইত বলেছেন, 'আমরা এখন রাস্তায় বসে আছি, বিরোধীরা শক্তিশালী হলে এমনটা করতে হত না আমাদের। মমতাকে আমরা এটাই বলেছি।'

মমতার সঙ্গে টিকাইতের বৈঠক নিয়ে নানা মহলে নানা জল্পনা চলছে। এ প্রসঙ্গে রাকেশ টিকাইত বলেছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি, দলের প্রধানের সঙ্গে নয়। আমি কি আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছি, যে ভারত সরকারের অনুমতি নিতে হবে? মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য কি ভিসার প্রয়োজন রয়েছে? আমরা সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করব, উত্তরাখণ্ডে বিজেপির সরকার এবং পঞ্জাবে কংগ্রেস সরকার, আমরা তাঁদের সঙ্গেও দেখা করব।'

মায়ানমারে ভেঙে পড়ল মিলিটারি বিমান, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-সহ মৃত্যু ১২ জনের

নেপিদ, ১০ জুন (হি.স.): মায়ানমারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ম্যান্ডালের কাছে মাটিতে আছড়ে পড়ল একটি মিলিটারি বিমান। ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। রাজধানী নেপিদ থেকে পিয়ন ও লুইন শহর অভিমুখে উড়ে আসছিল বিমানটি, একটি স্টিল প্ল্যান্ট থেকে ৪০০ মিটার (১,৩০০ ফুট) দূরে মাটিতে ভেঙে পড়ে বিমানটি। ওই বিমানে ৬ জন মিলিটারি জওয়ান ছাড়াও ৮ জন সন্ন্যাসী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে, যাঁরা বৌদ্ধমঠের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালেই নেপিদ থেকে রওনা হয়েছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। সূত্রের খবর, বিমানবন্দর সংলগ্ন একটি স্টিল প্ল্যান্ট থেকে ৪০০ মিটার (১,৩০০ ফুট) দূরে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে বিমানটি। দুর্ঘটনায় ১২ জনের মৃত্যু হলেও, ওই বিমানের পাইলট এবং একজন যাত্রী প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন, তাঁদের মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে বিমানটি ভেঙে পড়ল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে বিমানটি ভেঙে পড়েছে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রয়াণে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা

কলকাতা, ১০ জুন (হি. স.) : চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রয়াণে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, "নিজের সিনেমা ও কবিতার মাধ্যমে আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতিকে উর্বর করেছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। তাঁর প্রয়াণে আমরা একজন অতুলনীয় শিল্পীকে হারালাম। তাঁর পরিবারকে আমার সমবেদনা।"

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতায় নিজের বাসভবনে মৃত্যু হয় বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। পরিবার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। কিডনির সমস্যা থাকায় গত কয়েকদিন ধরে ডায়ালিসিস চলছিল। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় মৃত্যু বলে পরিবার সূত্রে খবর।'স্বপ্নের দিন' ও 'উত্তরা' ছবির জন্য পরিচালক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এ ছাড়া তাঁর ৫টি ছবি সেরা ছবির শিরোপা পেয়েছিল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায়। বাংলার সেরা ফিচার ফিল্মের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে তাঁর আরও দু'টি ছবি 'দূরত্ব' এবং 'তাহাদের কথা'।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোভ্যাক্সের মাধ্যমে ৮ কোটি ভ্যাকসিন বিনামূল্যে পাবে ভারত : জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১০ জুন (হি. স.) : রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোভ্যাক্সের মাধ্যমে ৮ কোটি ভ্যাকসিন বিনামূল্যে পাবে ভারত। এমনটাই ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এছাড়া এই প্রকল্পে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকেও টিকা দেওয়ার কথা ভাবছে আমেরিকা।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নেড প্রাইস জানিয়েছেন প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার কথা। তবে প্রাইস এ বিষয়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন, কবে টিকা ভারতে পৌঁছবে সে বিষয়ে ধারণা নেই তাঁর। হোয়াইট হাউসের পরিসংখান অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ১ কোটি ৯০ লক্ষ ভ্যাকসিন কোভ্যাক্সের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে পৌঁছেছে। ভারত করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর একের পর এক দেশ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাও করোনা যুদ্ধে ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে একাধিক ঘোষণা করেছিল। অক্সিজেন কনসানট্রেটর থেকে শুরু করে টিকা তৈরির কাঁচামাল সব ভারতে পাঠিয়েছিল আমেরিকা। এবারও টিকাকরণে ভারতের পাশে দাঁড়াতে চায় মার্কিন মুলুক। নেড প্রাইস জানিয়েছেন, বেসরকারি একাধিক ফার্মা কোম্পানির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আছে। ভারতে টিকা পৌঁছে দিতে মরিয়া তারা।

আগ্রায় ক্যান্টারে ট্রাকে ধাক্কা যাত্রীবাহী বাসের, প্রাণ হারালেন ৪ জন

আগ্রা, ১০ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আগ্রায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যান্টার ট্রাকে ধাক্কা মারল একটি যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন, এছাড়াও ওই বাসের ১১ জন যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এতমাদপুর থানার অন্তর্গত ২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর চালেসর ফ্লাইওভারে। উত্তর প্রদেশ পরিবহণ নিগমের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি কানপুর থেকে আগ্রা বাস স্টেশন অভিমুখে যাচ্ছিল।

সাব-ইন্সপেক্টর উদয়বীর সিং জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ উত্তর প্রদেশ পরিবহণ নিগমের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্যান্টার ট্রাকে ধাক্কা মারে। ক্যান্টার ট্রাকে ধাক্কা মারার পর রোড ডিভাইডারের উপর উঠে যায় বাসটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের এবং ১১ জন আহত হয়েছেন। মৃতদের নাম-মণি (৬০), রেশম (৬৫), মন্ডলেশ্বর (২৮) এবং নরেন্দ্র সিং চৌহান (৫২)। আহতদের উদ্ধার করে আগ্রার সরোজিনী নায়ডু মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

যাঁদের ইন্টারনেটে নেই, বেঁচে থাকার অধিকার তাঁদেরও আছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): টিকা নিতে গেলে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আর সেটা করার জন্য মোবাইল ফোনটিই যথেষ্ট, প্রয়োজন ইন্টারনেটের। পদ্ধতিও খুবই সহজ। কিন্তু, প্রশ্ন হল যাঁদের মোবাইল নেই, নেই যাঁদের ইন্টারনেট, তাঁদের ক্ষেত্রে কী হবে? এই প্রশ্নই তুললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, 'যাঁদের কাছে ইন্টারনেট নেই, বেঁচে থাকার অধিকার তাঁদেরও আছে।' বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'ভ্যাকসিনের জন্য শুধুমাত্র অনলাইন রেজিস্ট্রেশন যথেষ্ট নয়, টিকাকরণ কেন্দ্রে যাওয়া প্রত্যেকের টিকা পাওয়া উচিত।' রাহুল এরপর লেখেন, 'যাঁদের কাছে ইন্টারনেট নেই, বেঁচে থাকার অধিকার তাঁদেরও আছে।'

ভারতে প্রথম পর্বে ৬০ বছর বয়স্কদের করোনা টিকা দেওয়া শুরু হয়। এরপর শুরু হয় ৪৫ বা তার বেশি বয়স্কদেরও টিকাকরণ। এখন ১৮ বছর বা তদূর্ধদেরও টিকা দেওয়া হচ্ছে। তবে টিকা নিতে গেলে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। মোবাইলে কোউইন অ্যাপ খুলে অথবা ত্বদ্রন্দ্রুদ্র.ত্বন্তুদ্র ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। কিন্তু, মোবাইল না থাকার কারণে, মোবাইল থাকলেও ইন্টারনেটের জন্য অনেকেই রেজিস্ট্রেশন করতে পারছেন না।

ইয়েদুরাপ্পাই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, তিনি ভালো কাজ করছেন : অরুণ সিং

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন (হি.স.): কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে বি এস ইয়েদুরাপ্পাই থাকবেন। তিনি ভীষণ ভালো কাজ করছেন, ভালো কাজ করছেন তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরাও। যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে জানিয়ে দিলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং কর্ণাটক বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত অরুণ সিং। কর্ণাটকের রাজনীতিতে জল্পনা চলছে, রাজ্য বিজেপির প্রধান পদে রদবদল হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার অরুণ সিং জানিয়েছেন, 'সবটাই গুজব। এই ধরনের গুজব ছড়ানো উচিত নয়। দলের বর্তমান সভাপতির নেতৃত্বে, সংগঠনের কাজ খুব ভালো হচ্ছে। কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই। সবটাই কল্পনা।' ইয়েদুরাপ্পার প্রসংশা করে অরুণ সিং বলেছেন, 'এমন কোনও ব্যাপার নেই। বি এস ইয়েদুরাপ্পাই মুখ্যমন্ত্রী, তিনি ভীষণ ভালো কাজ করছেন। তিনিই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। ইয়েদুরাপ্পা এবং তাঁর সমস্ত মন্ত্রী কোভিড নিয়ে ভীষণ ভালো কাজ করেছেন।'

কোভিড বিধি মেনেই এবার রথযাত্রা, পুরী ছাড়া ওড়িশার সর্বত্র নিষিদ্ধ

ভুবনেশ্বর, ১০ জুন (হি.স.): পুরী ছাড়া ওড়িশার সর্বত্র এবার নিষিদ্ধ করা হল বার্ষিক রথযাত্রা, বৃস্পতিবার এমনই সিদ্ধান্ত নিল ওড়িশা সরকার। কোভিড বিধিনিষেধ মেনেই এবারও রথযাত্রার আয়োজন হবে পুরীতে। তবে, ভক্তদের কোনও অনুমতি থাকবে না। শুধুমাত্র সেবায়েতরা রথযাত্রার অংশ নিতে পারবেন। তবে, সেবায়েতদের টিকা অবশ্যই নিতে হবে এবং কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট বাধ্যতামূলক।

ওড়িশা স্পেশাল রিলিফ কমিশনার প্রদীপ কে জেনা জানিয়েছেন, 'ভক্তদের অংশগ্রহণ ছাড়া, কোভিড বিধিনিষেধ মেনে এবার রথযাত্রার আয়োজন হবে পুরীতে। গত বছর সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী, রথযাত্রার বিধি মেনে চলা হবে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'শুধুমাত্র কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট থাকা সেবায়েতরাই রথযাত্রায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন, টিকা অবশ্যই নিতে হবে সেবায়েতদের।

মুখ্য বিষয় :-সাধারণ ভক্তদের রথযাত্রায় কোনও অনুমতি থাকবে না। সেবায়েতদের কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট বাধ্যতামূলক।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, রথযাত্রার সময় ৫০০ জন সেবায়েত এক-একটি রথের রশি টানতে পারবেন। উৎসবের জন্য পুরীতে কারফিউ থাকবে, শুধুমাত্র অত্যাবশ্যক ও জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে অনুমতি থাকবে। ওই দিন যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। ওড়িশার সর্বত্র শুধুমাত্র মন্দিরের ভিতরেই শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান পালন করা যাবে।

১ জুলাইয়ের মধ্যে কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হলে ওই মাসের মধ্যভাগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা : মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১০ জুন (হি.স.) : আগামী ১ জুলাইয়ের মধ্যে কোভিড পরিস্থিতি যদি আরও উন্নত হয়, তা-হলে ওই মাসের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত হতে পারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এ নিয়ে সরকার ও শিক্ষা দফতরের মধ্যে নিরন্তর চর্চা চলছে। জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ বৃহস্পতিবার ১০ জুন, তাঁর সরকারের এক মাস পূর্ণ হয়েছে। গত এক মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের খতিয়ান তুলে ধরতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস, পশুসম্পদ ও কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, হস্তত াঁত ও বস্ত্রশিল্প মন্ত্রী উর্খাওগৌরা ব্রহ্মদের পাশে নিয়ে খানাপাড়ায় আসাম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা এ-কথা জানিয়ে বলেন, আগামী ১ জুলাইয়ের মধ্যে কোভিড আক্রান্তের দৈনিক হার যদি ২ শতাংশের নীচে আসে তা-হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কবে অনুষ্ঠিত করা যায় তা নিয়ে ভাবা হবে। এমতাবস্থায় ১৫ থেকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে পরীক্ষা দুটি অনুষ্ঠিত করা হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, ছাত্রছাত্রীদর অভিভাবকরাও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার পক্ষে। এছাড়া কয়েকটি ছাত্র ও অন্য সংগঠনও এ ব্যাপারে ইতিবাচক মতামত দিয়েছে। তবে যদি নির্ধারিত ওই তারিখের মধ্যে ২ শতাংশের বেশি কোভিড আক্রান্তের হার থাকে তা-হলে ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রাধিকার দিয়ে পরীক্ষা বাতিলও করা হতে পারে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হাড়ক্ষয় রোগের কারণ ও সাবধানতা

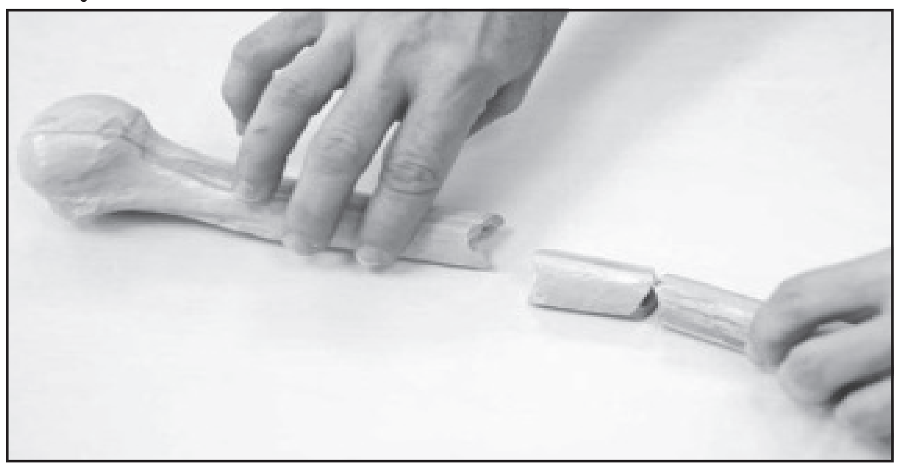

'অস্টিওপোরোসিস' হলে হাড় দুর্বল হয়ে ক্ষয়ে যেতে থাকে। ফলে হাড় হয় ভঙ্গুর। বয়স, রজঃবন্ধ, বংশগত কারণ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি'য়ের অভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হাড়ক্ষয় রোগ হয়। তবে মুশকিল হল বেশিরভাগ মানুষই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে কি-না তা হাড়ের সমস্যা হওয়ার আগ পর্যন্ত টের পান না। যুক্তরাষ্ট্রের 'ইয়েল স্কুল অফ মেডিসিন'য়ের ডা. আনিকা কে. আনাম স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইটন 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "অস্টিওপোরোসিস' হলো হাড়ের অসুখ। এই রোগে হাড় দুর্বল হওয়া এবং এর গঠনগত মান কমে যাওয়ার কারণে তা ভাঙা কিংবা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।" 'ফলে সামান্য দূর্ঘটনা থেকে হাঁড় ভেঙে যেতে পারে। রোগের মাত্রা যখন তীব্র, তখন সামান্য হাঁচি দেওয়ার কারণে রোগী বুকের হাড় ভেঙে যাওয়াও সম্ভব। আবার দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে গিয়েও হাড় ভেঙে যেতে পারে।"

রোগের লক্ষণ

ডা. আনাম বলেন, "বেশিরভাগ রোগী প্রথমবার হাড় ফেঁটে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো লক্ষণই টের পায় না। আর এই রোগে সাধারণত মেরুদণ্ড, নিতম্ব ও হাতের কব্জির হাড়েই সবচাইতে বেশি ফাটল দেখা দেয়। তাই শরীরের এই অংশগুলোতে 'বোন মিনারেল ডেনসিটি টেস্ট' করার মাধ্যমে হাড়ক্ষয় রোগ হয়েছে কি-না তা জানা যাবে।" "এই পরীক্ষায় সময় লাগে কম, ব্যথাহীন এবং নিরাপদ। পরীক্ষায় হাড়ের ঘনত্ব কম কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া অন্য কোনো কারণে হাড়ের ক্ষয় হচ্ছে কি-না তা জানার জন্য রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা হয়।"

হওয়ার কারণ

বয়স, রজঃবন্ধ, বংশগত কারণ, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি'য়ের অভাব, ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি হাড়ক্ষয়ের প্রধান কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেন ডা. আনাম।

তিনি আরও বলেন, "এগুলো বাদে যকৃতের রোগ, 'রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস', 'ইনফ্লামাটরি বাওয়েল ডিজিজ', দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ব্যবহার ইত্যাদিও হাড়ের ক্ষয়ে ভূমিকা রাখে। আবার 'হাইপারথাইরয়েডিজম', 'অ্যানোরেক্সিয়া নারভোসা', বৃক্কের সমস্যা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীদেরও 'অস্টিওপোরোসিস' হওয়া ঝুঁকি থাকে।" "তবে সকল সম্ভাব্য কারণে মধ্যে সবচাইতে ভয়ানক বিষয়টি হলো 'ইস্ট্রোজেন' হরমোনের অভাব। যা নারীদের রজঃবন্ধ হওয়ার পর হওয়াটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ নারীদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।" "পরিসংখ্যান দাবি করে, ৫০ বা তার বেশি বয়সের প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজনের এই রোগের কারণে হাড় ফাটে।"

প্রতিরোধের উপায়

ডাক্তার আনাম বলেন, "হাড়ক্ষয় রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে হলে হাড়ের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখাটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য শরীরে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি ও প্রোটিন সরবরাহ করতে হবে। সঙ্গে খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে ফল ও সবজি।"

"দুধক্যালসয়ামের আদর্শ উৎস। তবে আরও অনেক খাবার থেকে ক্যালসিয়াম যোগানো সম্ভব। শরীরচর্চার গুরুত্বকেও অবহেলা করা যাবে না। নিয়মিত ভারোত্তল ও শক্তিবর্ধক ব্যায়াম করা ভালো। বাদ দিতে হবে ধূমপান ও মদ্যপান।"

যেভাবে বুঝবেন হাঁটার জুতার আয়ু শেষ

যে কোনো জুতা যদি পুরানো হয়ে যায় তবে ফেলে দিন। আর সেই জুতা যদি হয় ব্যায়াম কিংবা হাঁটার জন্য তবে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে পছন্দের জুতা আদৌ শরীরচর্চার উপযোগী কিনা। কারণ পুরান জুতা ব্যবহারে দেখা দেয় পা, হাঁটু ও গোড়ালির ব্যথা।

"অনুশীলনের জুতা হবে ঝাঁকি শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন, বাঁকানোর মতো স্থিতিস্থাপক ও কুশনযুক্ত যা হাঁটা চলা ও শরীরচর্চায় আরাম দেবে।" হাফপোস্ট ডটকমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই বলেন যুক্তরাষ্ট্রের সিলভার স্প্রিং'য়ের পায়ের পাতা ও পায়ের নখ-বিষয়ক চিকিৎসক সেলি টুলপুলি। তার মতে, পা বা গোঁড়ালির ব্যথা জুতা পরিবর্তনেরই নির্দেশ দেয়।

তবে কেবলমাত্র পায়ের পাতা বা গোড়ালি ব্যথার জন্যই নয়, জুতা যদি বড় হয়ে যায় তাহলেও তা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। অন্যথায়, পা, পায়ের পেশি ও অন্যান্য সংযোগস্থল এমনকি 'লিগামেন্ট'ও ব্যথা হতে পারে। তাই এমন সমস্যা আপনার শরীরই বলে দেবে কখন জুতার কুশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

পুরানো জুতা 'পেশির ব্যথা ও পা ফাটা' এমনকি হাঁটু ও অন্যান্য সংযোগস্থলেও ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে। যখন দুই পায়ে (এক হাঁটুর বদলে দুই হাঁটু) ব্যথা দেখা দেয় তখন সেই জুতার মেয়াদ শেষ বলেই নির্দেশ দেয়। যারা মাইল বা হাঁটার ধাপ গুনতে চান না তাদের জন্য 'রানার'স ওয়ার্ল ডটকম'য়ের পরামর্শ হল 'নিজের অনুভূতির দিকে খেয়াল রাখা'। সাধারণভাবেই কিছুক্ষণ হাঁটার পর যদি মনে হয় জুতা আপনাকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে পারছে না তাহলে ধরে নিতে হবে, জুতাটা এখন আর উপযোগী নয়। এরপরও এক সপ্তাহ সময় নিয়ে দেখুন। যদি কোনো উন্নতি না হয় তাহলে দেরি না করে জুতা পরিবর্তন করুন।

যুক্তরাষ্ট্রের 'স্পোর্টস শু' নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'ব্রুকস রানিং'য়ের ব্রিটনি গ্লিটন বলেন, "দৌড়ানোর জুতাগুলোর সামনের অংশ নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। কারণ এখানকার হাড়গুলো নমনীয়। তাই জুতা কেনা সময় এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।" আর জুতার মাঝের বা গোড়ালির অংশ ঢিলা হওয়া শুরু করলে বুঝতে হবে পাল্টে ফেলার সময় হয়ে গেছে। ট্রেডমিলে যেসকল জুতা ব্যবহার করা যাবে না চলতি বছরে 'অ্যানালস অফ ইন্টার্নাল মেডিসিন'য়ে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে হাঁটুতে 'অস্টিওআর্থাইটিস' আছে এমন বয়স্কদের জন্য কী ধরনের জুতা ব্যবহার উপযোগী সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। গবেষণার ফলাফলে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন যে, বয়স্কদের জন্য স্থিতিশীল ও সহায়ক জুতা বেশি কার্যকর। নিতম্ব, হাঁটু ও পায়ের ব্যথা কমাতে স্থিতিশীল জুতা সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নমনীয় জুতা পরেন তাদের তুলনায় যারা স্থিতিশীল জুতা পরেন তাদের মাঝে পা, গোঁড়ালি ও হাঁটুর ব্যথার প্রবণতা কম থাকে। তাই জুতা কেনার সময় এসব বিষয় মাথা রাখা উচিত।

দেখা দিলে জুতা পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করতে হবে।

আট মাস মেয়াদ

'আমেরিকান জার্নাল অব স্পোর্টস মেডিসিন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানা যায়, সাধারণ 'অ্যাথলেটিক' জুতা এমনভাবে তৈরি করা হয় যার মেয়াদ ৩৫০ থেকে ৫০০ মাইল পর্যন্ত। মাইলের হিসাব বা ফিটনেস ট্র্যাকার ব্যবহার না করা হলে, মোটামুটি নিয়মিত হাঁটা হয় এমন জুতা ব্যবহারের মেয়াদ খুব বেশি হলে আট মাস পর্যন্ত হওয়া উচিত বলে জানায় এই গবেষণার ফলাফল।

গবেষণার প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'সুপার অ্যাক্টিভ' লোকদের জুতা তিন মাসের মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলা প্রয়োজন। পায়ে ব্যথা অনুভব করলে স্বাস্থ্যকর ব্যায়ামের জুতা হিসেবে অন্যান্য জিনিসের মতো এর ঝাঁকি শোষণ, বাঁকানো নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির পাশাপাশি ভেতরের কুশনের স্তর থাকাও জরুরি। 'ভেরি ওয়েল ফিট' ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অনুযায়ী,

যে সাধারণ সমস্যা স্ট্রোকের ঝুঁকি তিন গুন বাড়াতে পারে

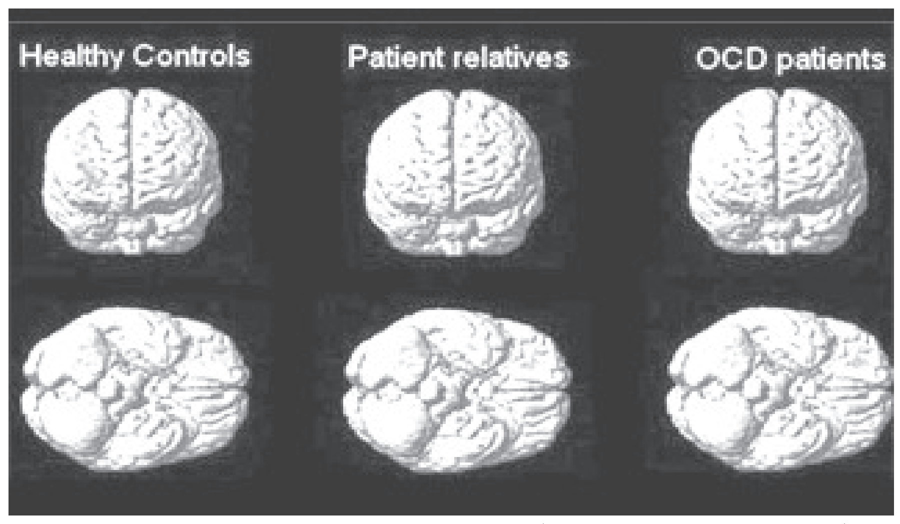

অতিরিক্ত শুচিবায়ুর সমস্যা থাকলে সাবধান হয়ে যান।

কারণ সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, 'অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার (ওসিডি)' থাকলে স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

'স্ট্রোক' শীর্ষক সাময়িকীতে এই গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে 'বেস্টলাইফডটকম' তাদের প্রতিবেদনে জানায়- উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল, ধূমপান, স্থূলতা ও ডায়াবেটিস ছাড়াও এই 'ওসিডি' মানসিক সমস্যার কারণে 'এসকেমেক স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে তিনগুন।

'ইউ.এস ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন' বলে, "রক্ত জমাট বেঁধে মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেলে 'এসকেমেক স্ট্রোক' হয়।" 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'য়ের করা এই গবেষণাতে, সেই মানুষগুলোর স্ট্রোক করার ঝুঁকি পর্যালোচনা করেছে যাদের 'ওসিডি' আছে।

'তাইওয়ান ন্যাশনাল হেল ইন্সুরেন্স রিসার্চ ডাটাবেইজ' থেকে গবেষকরা ২৮ হাজার 'ওসিডি'তে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়ষ্ক মানুষের সঙ্গে আরও ২৮ হাজার মানুষ যাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই, তাদের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ চালান।

২০০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত নেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা হয়, এদের মধ্যে কারা 'এসকেমেক' কিংবা 'হেমোরেজিক স্ট্রোক'য়ে আক্রান্ত হয়েছেন।

'এসকেমেক স্ট্রোক' সবচাইতে বেশি হয়, আর এই গবেষণা অনুযায়ী 'ওসিডি' এই ধরনের স্ট্রোক'য়ের একটি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ কারণ।

গবেষণায় আরও জানা যায়, মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধ 'ওসিডি' রোগীদের এই স্ট্রোকের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি।

'ওসিডি' নেই এমন মানুষদের চাইতে চল্লিশের নিচের বয়সি 'ওসিডি'তে আক্রান্তদেরও স্ট্রোকের ঝুঁকি আছে।

আবার ৪০ থেকে ৫৯ বছর যাদের বয়স তাদের মধ্যে যাদের 'ওসিডি' আছে তাদের স্ট্রোক করার সম্ভাবনা যাদের এই রোগ নেই তাদের তুলনায় ২.৭ শতাংশ বেশি।

যাদের বয়স ৬০ বা তারও বেশি তাদের ঝুঁকি ৩.৫ শতাংশ বেশি।

২০১৩ সালের এক গবেষণায় ১০৪ জন 'ওসিডি'তে আক্রান্ত রোগীর 'মেটাবলিক সিন্ড্রোম' পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, এদের মধ্যে ৩৬.৫ শতাংশের পেটে চর্বির মাত্রা বেশি, ৪২.৩ শতাংশ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত, ২৩.১ শতাংশের কোলেস্টেরল বেশি, ৪.৮ শতাংশের আছে 'হাইপারগ্লাইসেমিয়া'।

'জেনারেল হসপিটাল সায়কায়াট্রি' শীর্ষক সাময়িকীতে এই গবেষণা প্রকাশিত হয়।

'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'য়ের ২০২১ সালের গবেষণার প্রধান লেখক ইয়া-মেই বাই বলেন, "এই গবেষণার ফলাফল থেকে 'ওসিডি'তে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাবধান হওয়া উচিত। ধূমপান বাদ দিতে হবে, শারীরিক কসরত করতে হবে নিয়মিত, শরীরের ওজন স্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রাখতে হবে।"

'ইন্টারন্যাশনাল ওসিডি ফাউন্ডেশন'য়ের তথ্য মতে, প্রতি ১০০ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন 'ওসিডি'তে আক্রান্ত। সেই হিসেবে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই এই রোগীর সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ লাখ।

এই রোগ যেকোনো বয়সেই হতে পারে, তবে বয়সন্ধিকালেই এর সূত্রপাত হয়। রোগী অনেক সময় নিজেই বুঝতে পারেন না যে তার এই রোগ হয়েছে।

যেভাবে বুঝবেন আটা ও ময়দা নষ্ট হয়ে গেছে

বহুদিন রেখে দিলে আটা ও ময়দা নষ্ট হয়ে যায়। আর সেটা বোঝার রয়েছে উপায়। সকালের নাস্তায় রুটি খাওয়ার অভ্যাসটা কম-বেশি সব ঘরেই আছে। তাই ঘরের আটা ও ময়দা বেশিরভাগ সময় এতই দ্রুত ফুরিয়ে যায় যে তা নষ্ট হয়ে গেছে কি-না সে ব্যাপারে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়না। তবে যেকোনো কারণে একসঙ্গে বেশি করে যদি আটা ও ময়দা কেনা হয় সেক্ষেত্রে বিষয়টা নিয়ে ভাবতেই হয়। 'ওয়েলঅ্যান্ডগুড' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের রন্ধনশিল্পী এবং সনদস্বীকৃত পুষ্টিবিদ আরিয়ান রেজনিক বলেন, "প্রিজারভেটিভ' ধরনের খাবার যেমন- চিনি কিংবা মধু বাদে যে কেনো খাবারই একসময় নষ্ট হয়।"

'ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'য়ের মতে, "আটা ও ময়দায় আর্দতা কম থাকে এবং একে তাপ দিয়ে প্রস্তুত করায় তা অনেকদিন ভালো থাকে। এমনকি প্যাকেটের তারিখ অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া পরও আটা ও ময়দা ভালো থাকে। তবে সেজন্য জানতে হয় সংরক্ষণ করার সঠিক উপায়। যে কারণে নষ্ট হয় দেখে মনে না হলেও আটা ও ময়দা কাঁচা খাবার যা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। রেজনিক বলেন, "খোলা রাখলে বাতাসে আটা ও ময়দা নষ্ট হয়ে যায়। পরিবেশ যদি ৭৮ ডিগ্রি ফারেনফাইনের বেশি গরম হয় তবে আটা ও ময়দায় থাকা প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়ে যায়। কতদিন ভালো থাকবে তা ধরনের উপরেও নির্ভরশীল।' "যেমন সাদা আটা বা ময়দা সবচাইতে বেশি দীর্ঘস্থায়ী। কারণ এর থেকে 'ব্র্যান' সরিয়ে ফেলা হয় আর তাতেই থাকে ওই তেল। তবে যেকোনো আটা-ময়দা কক্ষ তাপমাত্রায় কয়েক বছর ভালো থাকে। আবার যে আটা বা ময়দায় চর্বির মাত্রা বেশি সেটাও দ্রুত নষ্ট হয়।" ভালো থাকবে মানে তা খাওয়ার যোগ্য। তবে স্বাদ অক্ষুণ নাও থাকতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক সনদ স্বীকৃত পুষ্টিবিদ মেলিসা রিফকিন বলেন, "অনেক দিনের পুরানো আটা বা ময়দা দিয়ে তৈরি যেকোনো খাবারের স্বাদ স্বাভাবিকের তুলনায় কমই হবে।" তবে এফডিএ'য়ের পরামর্শ হল নতুন হোক আর পুরানো, আটা ও ময়দা কখনই কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যাবে না। যেসব শষ্য থেকে আটা ও ময়দা তৈরি হয় তার সবই উৎপাদন হয় খোলা পরিবেশে, ফলে তাতে অসংখ্য ধরনের জীবাণু থাকবেই। নষ্ট হওয়ার লক্ষণ রেজনিক বলেন, "আটা ও ময়দা যখন নষ্ট হয় তখন তাতে তেল-জাতীয় একটা গন্ধ সৃষ্টি হয়। এর কারণ হল আটা ও ময়দায় থাকার প্রাকৃতিক তেল তার রূপ পাল্টাচ্ছে। সেই সঙ্গে রং পরিবর্তন হতে পারে, জমাট বেঁধে যেতে পারে।" তিনি আরও বলেন, "আটা বা ময়দা নষ্ট হয়েছে তা বোঝার আরেকটি উপায় হল তাতে পোকা দেখা দেওয়া। অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও এই পোকা খালি চোখে দেখা যায়।" এই পুষ্টিবিদের পরামর্শ, যদি পোকার মাত্রা কম থাকে তবে রোদে দিতে পারেন। অথবা চুলায় গরম করে নিতে পারেন। তবে কোনো অবস্থাতেই ওভেনে আটা বা ময়দা গরম করতে যাবেন না, আগুন ধরে যেতে পারে। আটা ও ময়দা ফ্রিজে রেখেও সংরক্ষণ করা যায়। সঠিক সংরক্ষণ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে চাইলে কাগজ কিংবা প্লাস্টিকের ব্যাগ আটা ও ময়দা ভালো রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। রাখতে হবে বায়ুরোধক কৌটায়। সেই কৌটা হতে পারে প্লাস্টিক, ধাতব কিংবা কাচের। আটা বা ময়দা পূর্ণ কৌটা রাখতে হবে শুকনা স্থানে। আবার কৌটায় করে ফ্রিজ কিংবা ডিপ ফ্রিজেও রাখা যায়।

ডিমের ঝুরি ভাজায় লেবুর রসের জাদু

ফুলকো হওয়ার পাশাপাশি ডিম ভাজায় স্বাদ বাড়ায় লেবুর রস। পোচ, মামলেট বা ওমলেট, 'স্ক্র্যামবলড এগ', ডিমের ঝুরি করা অথবা ফেটে নিয়ে ভাজা ডিম ইত্যাদি প্রতিটি ধরনের স্বাদ আলাদা। আবার মানুষ ভেদে রন্ধনপ্রণালী বদলায়, আর কোনোটাই বিস্বাদ নয়। তবে একজন খাদ্য-বিশেষজ্ঞ বলছেন ডিমে লেবুর রস দিতে, যা অনেকের জন্যই 'আক্কেল গুড়ুম' হওয়ার মতো একটি পরামর্শ। তবে এই বিশেষজ্ঞের মতে লেবুর রস ডিম ভাজিকে আরও ফুলিয়ে তুলবে এবং স্বাদ বাড়াবে একদম সঠিক মাত্রায়। ডিমে লেবুর রস দেওয়া এই পরামর্শকের নাম ম্যাকেনজি ব্রাইসন জ্যাকসন (এমএস)। 'ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্টের এই খাদ্য-বিশেষজ্ঞ বলেন, "লেবু দেওয়ার কারণে যে উপকার হবে তার পেছনে কারণ মূলত দুটি।" "প্রথমত, ডিমের প্রোটিনের সঙ্গে লেবুর রসের অম্লতার বিক্রিয়া। যখন তাপ পায় তখন ডিমের প্রোটিন লেবুর রসের কারণে গঠন পরিবর্তীত হয়, ঘন হয় তা 'স্ক্র্যাম্বলড এগ' তৈরি করার জন্য আদর্শ।" "ডিমের মোট প্রোটিনের ৬০ শতাংশ থাকে সাদা অংশে আর বাকি ৪০ শতাংশ কুসুমে।" তিনি আরও বলেন, "ডিম কড়াইতে দেওয়ার আগে ফেটে নেওয়ার সময় যদি তাতে লেবুর রস মেশানো হয় তবে ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে ডিমের ভেতর বাতাস আরও শক্তভাবে আটকে থাকে। আর কড়াইতে ছাড়ার আগে ডিমের ওপর আরেকটু লেবুর রস ছড়িয়ে দিয়ে আরও ভালো।" আর লেবুর রস দিলে 'স্ক্র্যাম্বলড এগ' আরও নরম ও ফোলা হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, লেবুর রসে থাকা পানি। ডিমে তরল থাকার কারণে তা ঝুরিতে পরিণত হয় ধীরে। ডিমের প্রোটিন যখন পানিতে মেশে তখন তা সহজেই জমাট বাঁধতে পারে না। ফলে রান্না হয় ধীর। কারণ বেশি পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে হয়। আর সেই বাড়তি পানি বাষ্পও তৈরি করে বেশি। তাই ডিম হয় নরম, বাড়ে ফোলাভাব।

গরমে নষ্ট হয় যেসব খাবার

রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনিয়ে খাওয়ার আগে সাবধান হন। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে রেস্তোরাঁর মুখরোচক খাবারগুলো অনেকেই ঘরে বানাতে শিখে নিয়েছেন এতদিনে। গ্রিল চিকেন, পাস্তা, বার-বি-কিউ ইত্যাদি খাবারের আয়োজন চলছে। আবার রেস্তোরাঁ থেকে খাবার 'হোম ডেলিভারি' হচ্ছে।

রেস্তোরাঁয় খাবারও এখন বেশিরভাগ সময় গরম অবস্থাতেই বাসায় পৌঁছে যায়। তবে প্রক্রিয়াজাত উপকরণ দিয়ে তৈরি এসব খাবার গরম আবহাওয়ার কারণে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় বলে দাবি করে 'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'।

'বেস্টলাইফ' নামক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

বাসায় মজার কোনো খাবার রান্না হলে অধিকাংশ সময়ই তা বেঁচে যায় না। ঘরের সবাই একসঙ্গে বসে খাবার শেষ করে ফেলেন। তবে ঘরের সবাই একসঙ্গে বসতে গিয়ে অনেকসময় খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আবার পরিবারের কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য তুলে রাখা হয়। খানেই সমস্যা সৃষ্টি করে অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া।

ইউএসডিএ'য়ের মতে, "আবহাওয়ার তাপমাত্রা যখন ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয়, তখন নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিছু খাবার 'পোল্ট্রি মুরগি, অন্যান্য মাংস, বিভিন্ন ধরনের সস, সালাদ, কেটে রাখা ফল ও সবজি ইত্যাদি এক ঘণ্টার বেশি সময় বাইরে ফেলে রাখা নিরাপদ নয়। কারণ এই সময়ের পর থেকে খাদ্যবাহী রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন জীবাণু সেই খাবারগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দ্রুত। আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম আর আর্দ হওয়ার কারণেই জীবাণু দ্রুত বংশ বিস্তারের সুযোগ পায়।

ইউএসডিএ'য়ের করা ২০২০ সালের জরিপ অনুযায়ী, "যুক্তরাষ্ট্রের ৬৬ শতাংশ মানুষ তাদের রান্না করা খাবারগুলো গরম রাখার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেন না। অর্থাৎ চুলা থেকে নামানোর পর সেগুলো যত ঠাণ্ডা হতে থাকে ততই তাতে জীবাণু সংক্রমণ হতে থাকে। তাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমন রান্না করা খাবারের তাপমাত্রা খাওয়ার আগ পর্যন্ত ১৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে ধরে রাখতে হবে।" একই জরিপে এটাও জানা যায় যে, শীতল খাবার পরিবেশনের সময় প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ বরফ ব্যবহার করেন না। ঠাণ্ডা অবস্থায় গ্রহণ করা হবে এমন যেকোনো খাবার কিংবা পানীয়র অভ্যন্তরীন তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট অর্থাৎ ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিংবা তার নিচে রাখতে হবে।

বেঁচে যাওয়া খাবার খাওয়ার ঝুঁকি যত ভালোভাবেই সংরক্ষণ করা হোক না কেনো কিছু খাবার তারপরও একটা নির্দিষ্ট সময় পর আর না খাওয়াই নিরাপদ।

ইউএসডিএ'য়ের মতে, গরুর মাংস রান্নার দুই ঘণ্টার মধ্যেই তা ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। তাপমাত্রা যদি ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে হয় তবে এক ঘণ্টার মধ্যে ফ্রিজে রাখা উচিত। তবে এভাবে সর্বোচ্চ তিন থেকে চার দিন পর্যন্ত ওই মাংস খাওয়ার যোগ্য থাকবে।

মুরগির মাংসের জন্যও একই নিয়ম। এজন্য যেকোনো রান্না করা খাবার চারদিনের মধ্যেই খেয়ে শেষ করে ফেলতে হবে।

সংস্থাটি আরও জানায়, "জীবাণু দুই ধরনের হয়। একটি ধরন খাবারে পচন সৃষ্টি করে, অপর ধরন খাবারে খাদ্যবাহী রোগ সৃষ্টি করে। পচন সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে খাবারের স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন হয়। ফলে তা চোখে দেখা যায়, নাকে টের পাওয়া যায়।" "খাদ্যবাহি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু খাবারের স্বাদ কিংবা গন্ধে কোনো পরিবর্তন আনে ফলে তা বোঝা যায় না।"

নষ্ট হতে পারে পাস্তা

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 'বায়োটেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ার' আনুক্রিতি মাথুর বলেন, "রান্না করা পাস্তা ফ্রিজে রাখার পরেও কয়েকদিন পর নষ্ট হয়ে যায়।" ২০০৫ সালে 'জার্নাল অফ ক্লিনিকাল বায়োলজি'তে আসা একটি ঘটনা উল্লেখ করেন এই বিশেষজ্ঞ। "চারদিনের পুরানো পাস্তা খেয়ে একই পরিবারের পাঁচ শিশু অসুস্থ হয়, একজন মারাও যায়। এই পাস্তা রান্না হয় এক শুক্রবারে, শনিবারে তা বনভোজনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বাড়ি ফিরে তা ফ্রিজে রাখা হয়। পরে সোমবারে সেই পাস্তা খেয়ে ওই পাঁচ শিশু অসুস্থ হয়।"

এই ঘটনার পেছনে দায়ী ছিল 'ব্যাসিলাস সেরেয়াস' নামক ব্যাকটেরিয়া, যা স্নেহজাতীয় খাবারে বংশবিস্তার করে।

মাথুর বলেন, "শিশু, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল এরকম প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, বৃদ্ধ ও গর্ভবতী নারীর শরীরে প্রবেশ করলে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে এই ব্যাক্টেরিয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্তরা কোনো চিকিৎসা ছাড়াই সুস্থ হয়ে যায় বলে এই ব্যাক্টেরিয়ার ভয়াবহতা খবরে উঠে আসে না।"

শুক্রবার কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

দুদিনের সফরে দিল্লিতে যোগী আদিত্যনাথ বিধানসভা নির্বাচনের বিষয় আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : দুদিনের সফরে রাজধানী বৃহস্পতিবার দিল্লি গেলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন তিনি রাজধানী পৌঁছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে করেন। তিনি আসন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের বিষয় আলোচনা করেন। পাশাপাশি মন্ত্রিসভা এবং সংগঠনের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন তিনি সাড়ে বারোটার সময় দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গেও দেখা করেন। আগামীকাল শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তিনি দেখা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিন প্রথমে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহের আবাসনে গিয়ে দেখা করে উত্তর প্রদেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রায় ঘন্টা খানেক দুই নেতার এই আলোচনা চলে। জানা গিয়েছে, রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আগাম প্রস্তুতি বিষয়ে দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভা বিস্তারের বিষয়ক আলোচনা হয়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যোগী মন্ত্রিসভায় অরবিন্দ শর্মা সহ বেশ কয়েকজন নতুন মুখ সামনে আনার বিষয়ে কথা হয়। কিন্তু যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভা বিস্তারের বিষয়ে আমল দিতে নারাজ। আর এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে চাপান উতোর শুরু হয়। এনিয়ে অবশেষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। এদিন দিল্লিতে সংঘের এবং অন্যান্য অনুষাঙ্গিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়।

কাছাড়ে বন্যা মোকাবিলায় ১০৪টি ত্রাণ শিবির শনাক্ত করেছে প্রশাসন

শিলচর (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : আসন্ন বর্ষার মরশুমে সম্ভাব্য বন্যা মোকাবিলায় কাছাড় জেলায় দুর্গতদের আশ্রয়ের জন্য ১০৪টি ত্রাণ শিবির শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সাতটি মডেল রিলিফ ক্যাম্প হিসেবে তৈরি রাখা হয়েছে। শিলচরে বৃহস্পতিবার রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার তথা কমিশনার-সচিব জ্ঞানদেও ত্রিপাঠি জেলার বর্তমান কোভিড মোকাবিলা এবং আসন্ন বর্ষা মরশুমে সম্ভাব্য বন্যার মোকাবিলায় এবং বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে প্রশাসনের গৃহীত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার জন্য আয়োজিত এক বৈঠকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বৈঠকে কমিশনার-সচিব ত্রিপাঠি শনাক্তকৃত সবকয়টি রিলিফ ক্যাম্পকে মডেল ত্রাণশিবিরে রূপান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন। বৈঠকে জানানো হয়েছে, অনাকাঙ্ক্ষিত সম্ভাব্য বন্যার সময় স্পর্শকাতর ২১টি নদীবাঁধের স্থান চিহ্নিত করে রাখাৰ পাশাপাশি জেলার বাঁধগুলির স্লুইস গেইটগুলো চালু রাখা হয়েছে। এছাড়া পুর এলাকার সব খাল পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। জেলাশাসক কীর্তি জাল্লি সভায় অংশ নিয়ে জেলার আন্তঃরাজ্য সীমান্তে প্রহরী চৌকি নির্মাণের জন্য রাজ্য বিপর্যয় কর্তৃপক্ষেৰ কাছে অর্থ চেয়ে আবেদন জানান। সভায় আরও জানানো হয়েছ, জেলায় ১৯৮টি গ্রাম বন্যাপ্রবণ। ত্রাণের অর্থ, দুর্গতদের ওষুধপত্র, গবাদি পশুর খাদ্য, উদ্ধার কাজের জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা ইত্যাদি মজুত অসন্তোষজনক।

কোভিড মোকাবিলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন অক্সিজেন মনিটরিং সিস্টেম চালু হয়েছে জেলায়। এ পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ৬৭টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিলিন্ডারকে কোভিড রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করতে রূপান্তর করা হয়েছে। কোভিড মোকাবিলায় শিলচরে চালু ওয়ার রুমে এ পর্যন্ত এক লক্ষ টেলিফোন কল রিসিভ করা হয়েছে। এতে চারটি মোবাইল ফোন এবং দুটি ল্যান্ডলাইন ফোন রয়েছে। জেলায় ৪২টি কনটেইনমেন্ট জোন তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে জেলায় ২৪টি চালু রয়েছে। এই কনটেইনমেন্ট জোনগুলিতে ১,৪৫৩টি দরিদ্র পরিবারকে সরকারের নির্ধারিত রেশন সামগ্রী, কিট ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। এছাড়া জেলার নিষিদ্ধপল্লিতে আরও ৭৫টি পরিবারকেও এই সামগ্রীর রেশন ও কিট দেওয়া হয়েছে।

অসমে কোভিড পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি, নতুন আক্রান্তের হার কমে ৩.০৭, মৃত্যু ৫১ জনের

গুয়াহাটি, ১০ জুন (হি.স.) : অসমে কোভিড পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। তবে মৃত্যুর সংখ্যা তেমন কমছে না। এছাড়া কমছে না পজিটিভিটির হারও। আজ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭৫৬ জন। এছাড়া করোনায় আক্রান্ত ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ ১,২২,৩১৩ জনের কোভিড পরীক্ষা হয়েছে। এর মধ্যে ৩,৭৫৬ জনের শরীরে পজিটিভ ধরা পড়েছে।

এঁদের মধ্যে কামরূপ মেট্রোয় সর্বাধিক ৩২৩ জন। পজিটিভিটির হার ৩.০৭ শতাংশ। তবে এদিন রোগমুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫,১২৩ জন। শতাংশের হিসাবে ৮৮.৩৯। এমতাবস্থায় রাজ্যে কোভিড পজিটিভিটির হার ধারাবাহিক ভাবে ৪ শতাংশের কম হচ্ছে দেখে পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়েছে।

এদিকে রাজ্যে এখনও সক্রিয় সংক্রমিত রয়েছেন ৪৭,০৮১ জন। আজ নতুন করে ৫১ জনের মৃত্যুর পর এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৩৪৭-এ। মৃতের শতাংশের হার ০.৮৫। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, আজ মৃতদের মধ্যে শোণিতপুরে সাত, যোরহাটে ছয়, বরপেটায় পাঁচ, ডিব্রুগড়ে পাঁচ, শোণিতপুরে পাঁচ, কামরূপ মেট্রোয় তিন, কারবি আংলঙে তিন, শিবসাগরে তিন, কাছাড়ে দুই, দরঙে দুই, গোয়ালপাড়ায় দুই, বঙাইগাঁওয়ে এক, ধুবড়িতে এক, গোলাঘাটে এক, হাইলাকান্দিতে এক, কোকরাঝাড়ে এক, লখিমপুরে এক, নগাঁওয়ে এক এবং নলবাড়িতে একজন।

এছাড়া নতুন সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছন কামরূপ মেট্রোয়। কামরূপ মেট্রোয় ৩২৩, কাছাড়ে ২৯১, শোণিতপুরে ২৬৫, তিনসুকিয়ায় ২৩৬, যোরহাটে ২১৮, ডিব্রুগড়ে ২১০, করিমগঞ্জে ১১৫ এবং হাইলাকান্দিতে ৪৯ জন।

পশ্চিমবঙ্গে বিপন্ন হিন্দুরা, অভিযোগ তুলে তৃণমূলের দিল্লির দফতরে বিক্ষোভ হিন্দু সেনার

নয়াদিল্লি, ১০ জুন মে (হি.স.) : ফের বিক্ষোভ দিল্লিস্থিত তৃণমূল দফতরে। পশ্চিমবঙ্গে বিপন্ন হিন্দুরা, সেখানে তাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সদর দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখাল হিন্দু সেনা । সেই সঙ্গে ব্যানারও প্রদর্শন করল তারা। তাতে লেখা, 'মমতা দিদি হিন্দু লাইভস ম্যাটার'। এদিন দুপুরে ৬১ সাউথ অ্যাভিনিউয়ে তৃণমূলের সদর দফতরের সামনে হাজির হয় হিন্দু সেনার কয়েকজন সমর্থক। তারা সেখানে বিক্ষোভ দেখায়। সেই সঙ্গে তাদের হাতে থাকা ব্যানার তারা দফতরের সামনে রেখে দিয়ে যায়। হিন্দু সেনার পক্ষ থেকে বলা হয়, "পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের উপরে নির্যাতন হচ্ছে। সেবিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যা অবগত করতেই এই বিক্ষোভ প্রদর্শন।"প্রসঙ্গত, এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের তরফে এখনও কারও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এই প্রথম নয়। এর আগে গত জানুয়ারিতেও দিল্লির ৬১ সাউথ অ্যাভিনিউয়ের এই দফতরের বাইরে দেখা গিয়েছিল হিন্দু সেনার পোস্টার।

অসমে মাদক-বিরোধী অভিযান সন্তোষজনক নয়, এক মাস বয়সি নতুন সরকারের খতিয়ান তুলে ধরে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১০ জুন (হি.স.) : নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যে চলমান ভয়ানক ড্রাগসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বহু মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্তের পাশাপাশি ধরপাকড়ও হচ্ছে। গত এক মাসে মাত্র ৮ কোটি টাকার ড্রাগস বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কিন্তু এতে তিনি সন্তুষ্ট নন। এই অভিযান আরও তীব্র করতে হবে। বক্তা মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বৃহস্পতিবার ১০ জুন, তাঁর সরকারের এক মাস পূর্ণ হয়েছে। গত এক মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের খতিয়ান তুলে ধরতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস, পশুসম্পদ ও কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, হস্ততাঁত ও বস্ত্রশিল্প মন্ত্রী উর্খাওগৌরা ব্রহ্মদের পাশে নিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা ড্রাগস-বিরোধী অভিযান সম্পর্কে এই মন্তব্য করে আরও জানান, কোভিডে স্বামীহারা মহিলাদের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, কোভিডে আক্রান্ত হয়ে যে সকল শিশু বাবা-মাকে হারিয়ে অনাথ হয়েছে সেই সব শিশুদের জন্য 'মুখ্যমন্ত্রী শিশু সেবা প্রকল্প'-এর আজ উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে এ ধরনের অনাথ শিশুদের কাছ থেকে সরকার কয়েকটি আবেদন পেয়েছে। এদের মধ্যে আজ এগারোটি শিশুর জন্য ৭ লক্ষ ৮১ হাজার ২০০ টাকা ফিক্সড ডিপজিট করা হয়েছে। টানা ২৪ বছর প্রতি মাসে তারা ৩,৫০০ টাকা করে পেতে থাকবে। এ-মাসের জন্য ৩,৫০০ টাকার চেক তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্য মন্ত্রীরা। এই টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছে, জানান হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এক জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান, এ মুহূর্তে যে সকল শিশু তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে আছে, তাদের আবসিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার কথা এখনও বিবেচনা করেনি সরকার। তবে 'মুখ্যমন্ত্রী শিশু সেবা প্রকল্প'-এর বলে পিতৃ-মাতৃহারা শিশু-বালিকাদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নিয়েছে অসম সরকার। আবসিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এদের সোনালি স্বপ্ন পূরণ হবে। মুখ্যমন্ত্রী আজ বাবা-মাকে হারানো শিশুদের চেক, ফিক্সড ডিপোজিট, ল্যাপটপ এবং বিভিন্ন উপহার সামগ্রীর সঙ্গে শংসাপত্র প্রদান করে আজীবন তাদের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আজ যে সকল শিশুকে 'মুখ্যমন্ত্রী শিশু সেবা প্রকল্প'-এর আওতায় আনা হয়েছে তারা যথাক্রমে - ডিব্রুগড়ের খুশি সনোয়াল, যোরহাটের অংকিতা শইকিয়া ও অর্পণ শইকিয়া, কামরূপ মহানগরের মধুযামিনী চৌধুরী ও চয়ন ধিমান চৌধুরী, চিরাঙের ভৈরব বসুমতারি, কোকরাঝাড়ের জেসমি নার্জারি, ধুবড়ির ওয়াকিল হুসেন। বাকিদের নাম জানা যায়নি। প্রসহ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্য এই 'মুখ্যমন্ত্রী শিশু সেবা প্রকল্প'-এর শুভারম্ভ করেছিল হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসমের নতুন সরকার। গত ৩০ দিনে কোনও সরকারের সাফল্য ও বিফলতার মূল্যয়ন সম্ভব নয়। মাত্র একমাস হল এই সরকারের। এর মধ্যে যে সব পদক্ষেপ এবং প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে সে-সব জানানোই আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে এতদিন ড্রাগস পাচার হচ্ছিল। ওই সব এলাকায় নির্বাচনি প্রচারে যখন গিয়েছিলেন, তখন বহু অভিভাবক ও স্থানীয় নাগরিকরা ড্রাগস সম্পর্কিত বহু অভিযোগ তাঁর কাছে উত্থাপন করেছিলেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই সর্বপ্রথম ড্রাগসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রশাসন অবশ্য বসে নেই, কাজ করছে। তবে এতে তিনি সন্তুষ্ট নন। আরও কঠোর হতে হবে। গত একমাসে মাত্র আট কোটি টাকার ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এগুলো যথেষ্ট নয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যে বহু পরিমাণের মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গুয়াহাটির জোড়াবাটে গতকাল রাতে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ৫০-এর বেশি মাদক কারবারির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তবে ধৃত ড্রাগসে আসক্তদের রিহাবিলেশন সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করা হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

করোনাকালে লকডাউন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্পূর্ণ লকডাউন না দিয়েও কোভিড-এর দ্বিতীয় ঢেউকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছেন। মানুষের জীবন ও জীবিকা যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে তাঁর সরকার। তাছাড়া শিলচর শহরের প্রায় সবাই ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ পেয়েছেন। নগাঁও শহরেও দেওয়া হয়েছে ভ্যাকসিন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিল্লি থেকে ইঙ্গিত পেয়েছেন, আগামী ১ জুলাই থেকে অসমকে ৩.৫০ লক্ষ ভ্যাকসিন দেবে। সেই হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা, ১৫ আগস্টের মধ্যে রাজ্যের সকলকে প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে।

বলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিরন্তর প্রচষ্টায় অসমে কোভিড নিয়ন্ত্রণে আসছে। এখনও অক্সিজেনের অভাব হয়নি। পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন রয়েছে অসমে। অসমের জন্য রেখেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্যকে অক্সিজেন সরবরাহ করে সহায়তা করা হয়েছে। অক্সিজেনের পাশাপাশি দু-একটি রাজ্যকে অক্সিজেন ভরতি সিলেন্ডারও দিয়েছে অসম, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মালব্যকে হুঁশিয়ারি দিয়ে পাল্টা টুইট কুণালের

কলকাতা, ১০ জুন (হি. স.) : নুসরত-কাণ্ডের সমালোচনায় বৃহস্পতিবার টুইট করেছিলেন বিজেপি আইটি সেলের সর্বভারতীয় প্রধান অমিত মালব্য। এর কিছুক্ষণ পরেই অভিযোগের জবাব দিতে নামে তৃণমূল। বিষয়টিকে তাঁর ব্যক্তিগত বলে নেটমাধ্যমে জানিয়ে একদিকে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করল তৃণমূল। বিরোধী বিজেপি-কেও বার্তা দিল তারা।

বৃহস্পতিবার সকালে নুসরতের শপথগ্রহণের ভিডিও-সহ টুইট করে মালব্য লিখেছিলেন, 'তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান রুহি জৈনের ব্যক্তিগত জীবন, তিনি কাকে বিয়ে করেছেন, কার সঙ্গে লিভ-ইন করছেন সেটা নিয়ে কারও কিছু বলার নেই। কিন্তু তিনি একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সংসদের রেকর্ড অনুযায়ী তিনি নিখিল জৈনকে বিবাহ করেছেন। তবে কি তিনি সংসদে অসত্য ভাষণ দিয়েছিলেন?'

সেই টুইটের জবাব দেয় তৃণমূলও। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ টুইট করেই এই আক্রমণের জবাব দেন। টুইটে তিনি লেখেন, 'প্রসঙ্গ নুসরত জাহান: বিষয়টি ব্যক্তিগত। এর সঙ্গে রাজনীতি বা দলের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি-র মালব্যের এ সব নিয়ে টুইট না করাই ভাল। তর্ক শুরু হলে বিজেপি-র পক্ষে ভাল হবে না। তৃণমূল মানুষের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।'হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৫,২৭৪ জন

কলকাতা, ১০ জুন মে (হি.স.) : করোনা আতঙ্কে দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার জোগাড় রাজ্যবাসীর। তবে, আতঙ্কের মাঝেই কিছুটা কমেছে আক্রান্তের সংখ্যা যার জেরে স্বস্তি পছে সকলে। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৫,২৭৪। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিতদের মধ্যে ৯৬৬ জন উত্তর ২৪ পরগনার । অর্থাৎ দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে এদিনও প্রথম স্থানে ওই জেলা। তবে আগের দিনের পর এদিনও ওই জেলায় ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিতের সংখ্যা এক হাজারের নিচে। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। নিম্নমুখী সেখানকার গ্রাফও। একদিনে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৮৫ জন। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে হুগলি। একদিনে সংক্রমিত সেখানকার ৩৩৪ জন। দার্জিলিং চতুর্থ স্থানে। সেখানে একদিনে সংক্রমিত ৩২৫ জন। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের করোনা গ্রাফও বেশ খানিকটা নিম্নমুখী। তবে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে বাড়ছে সংক্রমণ। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৪৮,১০৪। একদিনে করোনা প্রাণ কেড়েছে রাজ্যের ৮৭ জনের। যা আগের দিনের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য হলেও কম। এদিনের মৃতদের মধ্যে ২৪ জন করে উত্তর ২৪ পরগনার ও কলকাতার । দক্ষিণ ২৪ পরগনায় করোনা বলি ৬ জন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬,৬৪২। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫,১৭০। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪,১৬,৭৭৩। যার জেরে সুস্থতার হার বর্তমানে ৯৭.৮৩ শতাংশ।

বদলির চাকরির দোহাই দিয়ে ফ্ল্যাটমালিকের বিশ্বাস অর্জন করেছিল দুই বন্দুকবাজ

কলকাতা,১০ জুন মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার বিকেলে ফরেন্সিক দল নিউটাউনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। আবাসনের মধ্যে থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নেট মাধ্যমে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ওয়েবসাইট দেখে দুষ্কৃতীরা প্রথম এই ফ্ল্যাটের জন্য যোগাযোগ করে সৌরভ কুমারের সঙ্গে। তিনি জমি বাড়ির কেনাবেচা ও ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যস্থতা করেন ।পঞ্জাব থেকে পালিয়ে কী ভাবে নিউটাউনের আবাসনে আস্তানা গেড়েছিল বন্দুকবাজরা, সেই প্রশ্ন ঘুরছিল বিভিন্ন মহলে। ফোন পেয়ে মধ্যস্থতাকারী সৌরভ জানিয়ে দেন লকডাউনের সময় বাড়ি ভাড়া পাওয়া মুশকিল। সৌরভ জানিয়েছেন, অপরপ্রান্ত থেকে বারবার মিনতি করা হয়। বলা হয় ' ট্রান্সফারেল জব হ্যায়।' মাসিক ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে বাড়ি খোঁজ করছিল দুষ্কৃতীরা। অবিবাহিত দুই সহকর্মী ফ্ল্যাটে থাকবেন বলেও জানিয়েছিলেন টেলিফোনে যোগাযোগকারী ।অপরপ্রান্তের অনুরোধ শুনে সৌরভ অপর এক বাড়ির দালাল সুকান্তের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। ৪৮০ স্কোয়ার ফিটের এই ফ্ল্যাটের জন্য মাসিক ১০হাজার টাকা চুক্তি হয়। সুমিত কুমার নামে এক ব্যাক্তির নামে ওই ওই ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হয়। এর জন্য 'সিকিউরিটি মানি' হিসেবে ২০হাজার টাকা জমা দেওয়া হয়। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় পুলিশ ভেরিফিকেশনে যাবতীয় কাগজপত্র জমা হয় সুমিত কুমারের নামে। নিজেকে গাড়ির যন্ত্রাংশের ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেন সুমিত কুমার। সুমিত কুমারের নামে এই ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হলেও এখানে থাকছিল পঞ্জাবের দুই জয়পাল সিংহ ভুল্লার ও যশপ্রীত সিংহ। বুধবার এই ফ্ল্যাটেই এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে দুইবন্দুকবাজের। যাদের আলমারি থেকে পাওয়া ব্যাগে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের ঠিকানা দুষ্কৃতীদের পাকিস্তান যোগ উস্কে দিয়েছে।

বিহারের একটি ব্যাঙ্কে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ডাকাতি

পটনা, ১০ জুন (হি.স.) : বিহারের হাজিপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল রাস্তার উপরে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ডাকাতি করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার হাজিপুরের জাদুহা এলাকায় একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে হানা দেয় ৫ দুষ্কৃতী। তাদের প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র ছিল। ৫ দুষ্কৃতী ব্যাঙ্কে ঢুকে প্রথমে কর্মী ও গ্রাহকদের ভয় দেখায়। এরপর ক্যাশ রুমে থাকা ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যাগে ভরে বাইকে করে পালিয়ে যায় তারা।

ডাকাতির পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারা। হাজিপুরের চারদিকের সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দুষ্কৃতীদের তল্লাশি শুরু হয়েছে। ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ক্যামেরায় ডাকাতির পুরো দৃশ্য ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। যদিও দুষ্কৃতীদের মুখ ঢাকা থাকায় তাদের চিহ্নিত করতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী রণোজ

শিলচর (অসম), ১০ জুন মে (হি.স.) : যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমবারের মতো বরাক উপত্যকা সফরে এসেছেন রণোজ। দুদিনের বরাক সফরের কার্যসূচি নিয়ে আজ কাছাড় জেলার শিক্ষা বিভাগের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন তিনি। বর্তমান করোনা দুর্যোগকালে আসন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ নেন মন্ত্রী।এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আয়োজনের ব্যাপারে পূর্ব ঘোষিত নির্ধারিত সময়ে তা অনুষ্ঠিত করা হবে বলে স্পষ্ট জানান শিক্ষামন্ত্রী পেগু। শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী শিলচর এনআইটি, শিলচর পলিটেকনিক, মহিলা কলেজ, একে চন্দ আইন মহাবিদ্যালয় এবং বড়খলায় নির্মীয়মাণ মডেল কলেজ পরিদর্শন করেন। শিক্ষামন্ত্রী শিলচর বিজেপি কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দলীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। বর্তমান সাংগঠনিক পরিস্থিতির খোঁজ নেন মন্ত্রী রণোজ পেগু।মন্ত্রী বলেন, আগামী দুদিনের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আয়োজনের চূড়ান্ত নির্দেশিকা জারি করা হবে। তিনি এ-ও বলেন, পরীক্ষায় উপস্থিত হতে ছাত্রছাত্রীদের কোভিড টেস্টের প্রয়োজন হবে না। শিক্ষামন্ত্রী পেগু জানান, বরাক উপত্যকায় শিক্ষার হাব তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। পরে মন্ত্রী সড়কপথে হাইলাকান্দির উদ্দ্যেশ্য রওয়ানা হন। হাইলাকান্দিতে রাত্রিবাস করে আগামীকাল হাইলাকান্দি জেলার শিক্ষাধিকারিকবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। তার পর করিমগঞ্জ চলে যাওয়ার কথা মন্ত্রী রণোজ পেগুর।

'আরোগ্য শিলচর' কর্মসূচির অধীনে সাত দিনে শহরে ৪৯২৬৭ জনকে ভ্যাকসিন প্রদান

শিলচর (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : কাছাড় জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় শিলচর পুর এলাকায় সাত দিনব্যাপী 'আরোগ্য শিলচর' কর্মসূচির অধীনে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন ৪৯ হাজার ২৬৭ জন নাগরিক। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সাতদিনে শহরের ২৮টি ওয়ার্ডে ভ্যাকসিন নিতে আসেন ৪৯ হাজার ৩৩৫ জন। এর মধ্যে ১৮-উর্ধ ৪৩৪ জনকে পজিটিভ হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৫০ বছরের ঊর্ধে আরও ৬৮ জন নাগরিককে কোভিড পজিটিভ হিসাবে শনাক্ত করা হয়। পজিটিভ শনাক্তকৃতদের বাদ দিয়ে অন্যদের ভ্যাক্সিনেশন করা হয়।

উল্লেখ্য, ভ্যাকসিন নিতে আগত সবাইকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে। সাত দিনব্যাপী 'আরোগ্য শিলচর' কর্মসূচির অধীনে এই ভ্যাকসিনশনের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার শিলচরের টিচার্স ট্রেনিং কলেজে সমাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি ফ্রন্টলাইন কোভিড যোদ্ধা সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের প্রশংসা করেন। এর পর তিনি শিলচরের এসএম দেব সিভিল হাসপাতালও পরিদর্শন করেন। সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচিতে ২৫০ জন স্বাস্থ্যকর্মী জড়িত ছিলেন।

জেলাশাসক তাঁর ভাষণে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে রাজ্যের মধ্যে শিলচর শহরে গণহারে টিকাকরণ প্রদান সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, টিকাকরণের সর্বশেষ পরিস্থিতিতে শিলচরে আক্রান্তের হার ধরা পড়েছে ০.৮৭ শতাংশ। টিকাকরণের সময় শহরে মোট ৪৯ হাজার ৭৬৯ জনকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে।

করিমগঞ্জে প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করার নির্দেশ

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনেৰ পক্ষ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর খুচরো মূল্যমান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জে জারিকৃত মূল্যমানে পেঁয়াজ কেজি প্রতি ৩০ থেকে ৩২ টাকা, বেঙ্গলের আলু ১৬ থেকে ১৮ টাকা ও ফারাক্কার আলু ২০ থেকে ২৩ টাকা দরে বিক্রির মূল্য ধার্য করা হয়েছে।

এছাড়া সাধারণ মানের চাল ২৫ থেকে ২৮ টাকা, ফাইন চাল ২৭ থেকে ৩০ টাকা এবং সুপার ফাইন চাল ৩৪ থেকে ৫৫ টাকা দরে বিক্রি করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি মসুর ডাল মধ্যম আকারের কেজি-প্রতি ৮৪ থেকে ৮৮ টাকা, ছোট দানার মসুর ডাল ৯০ থেকে ৯৪ টাকা, সুজি ৩০ থেকে ৩৪ টাকা। এভাবে মুগ ডাল ১০০ থেকে ১০৩ টাকা, অড়হর ডাল ৭৮ থেকে ১০৮ টাকা, ছোলার ডাল ৭২ থেকে ৭৫ টাকা দরে বিক্রির মূল্যমান ধার্য করা হয়েছে।

এদিকে আটা কেজি-প্রতি ২৬ থেকে ২৮ টাকা ও ময়দা ২৭ থেকে ৩০ টাকা বলে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রিফাইন তেল টাইগার, লহর, মস্ত, সিকন্দর ইত্যাদি ব্র্যান্ডের লিটার প্রতি ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকা করার পাশাপাশি সরষে তেল শেঠজি, উপাসনা, রানি ব্র্যান্ডের ১৭০ থেকে ১৭৮ টাকা এবং ইঞ্জিন ব্র্যান্ডের ১৮৬ টাকা থেকে ১৯০ টাকা লিটার প্রতি বিক্রি করার মূল্য ধার্য করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এছাড়া চিনি কেজি-প্রতি ৩৯ থেকে ৪০ টাকা এবং লবণ ৮ থেকে ১২ টাকায় বিক্রি করতে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া দোকানদারদের নির্ধারিত মূল্য থেকে অধিক দাম না নিতে এবং করোনা প্রতিরোধে দোকানে ভিড় না করে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে ও অন্যান্য কোভিড বিধি মেনে চলতে জেলা প্রশাসন থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

বিহারে কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি, শাসক-বিরোধী বাকযুদ্ধ শুরু

পাটনা, ১০ জুন (হি.স.): কোভিডে মৃত্যুর পর্যালোচনা করেছে বিহার। আর তা করতে গিয়ে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা যে ভাবে লাফিয়ে বেড়েছে বিহারে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এই সংশোধনের পর সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪ হাজার। আর তা নিয়েই শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল বাক-যুদ্ধ। বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি কোভিডে যাঁরা মারা গিয়েছেন, সেই সংখ্যা অধিক হতে পারে। এরপরই জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়।' মঙ্গল পান্ডে আরও বলেছেন, '১৫-২০ দিনের জন্য জেলাশাসকরা নজর রেখেছেন এবং রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন। এটা দু''দিনের কাজ নয়, ১৫-২০ দিন ধরে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, ছাড়া হয়েছে বুধবার। সরকারের প্রধান উদ্দেশ হল, মৃতদের পরিবারের কাছে পৌঁছে তাঁদের সাহায্য করা।'

এদিকে, একলাফে মৃত্যু বৃদ্ধি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর বিধায়ক ভাই বীরেন্দ্র বলেছেন, 'যাঁরা টেস্ট করছেন, তাঁদের শুধু নেগেটিভ রিপোর্ট দিতে বলা হচ্ছে। নদীতে ভেসে যাওয়া দেহ বুঝিয়ে দিচ্ছে বিহারে কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে হেরফের করা হয়েছে। যা দেখানো হচ্ছে তার থেকে ১০ গুণ বেশি মৃত্যু হয়েছে।' উল্লেখ্য, নীতীশ কুমারের সরকার বুধবার যে হিসাব দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এক দিনে বিহারে মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৯৭১ জনের। বিহারে এক দিনে এই মৃতের সংখ্যার জেরে দেশের দৈনিক মৃত্যু ৬ হাজার পার করেছে। বিহারে ৩ হাজার ৮৭১ জনের মৃত্যু যোগ হওয়ায় ওই রাজ্যে গোটা অতিমারি পর্বে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯ হাজার ৪২৯ জনের।

অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাবাম তুকির বিরুদ্ধে নয়া মামলা নিল সিবিআই

ইটানগর, ১০ জুন (হি.স.) : দুর্নীতি মামলায় অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাবাম তুকির বিরুদ্ধে সিবিআই নতুন করে মামলা নিয়েছে। কলকাতায় সল্টলেক এলাকায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দেওয়াল নির্মাণ কাজে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নাবাম তুকির বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার এজাহার দায়ের করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে দুর্নীতি, প্রতারণা এবং জালিয়াতির মামলা করেছিল সিবিআই। এজাহারে সিবিআইয়ের বক্তব্য, ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে পূর্তমন্ত্রী থাকাকালীন নাবাম তুকি তাঁর পরিবারের সদস্যদের বেআইনিভাবে সরকারি কাজের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, নাবাম তুকি ও তাঁর ভাই নাবাম তাগাম তাদের পরিবারের সদস্যদের ২০ কোটি টাকার ১১টি কাজের বরাত পাইয়ে দিয়েছিলেন।

বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণের সাক্ষী থাকল গোটা বিশ্ব

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : এবছরের প্রথম সূর্যগ্রহণের সাক্ষী হল গোটা বিশ্ব। বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টা ৪২ মিনিট থেকে শুরু হয় সূর্যগ্রহণ। তবে গ্রহণের মূল সময় ছিল বিকেল ৪ টে ১৬ মিনিটে। ভারতের কেবল দুটি জায়গা লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশ থেকে তা দেখা গিয়েছে। গ্রহণ চলে সন্ধে ৬ টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। খালিচোখে দেখার সুযোগ না পেলেও নেটবিশ্বের যুগে হাজার একাধিক মুশকিল আসান। নাসা সহ একাধিক সংস্থা মহাকাশ গবেষণার কাজে যুক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে সরাসরি সূর্যগ্রহণ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

নাসার ম্যাপ অনুযায়ী, উত্তর গোলার্ধে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সূর্যগ্রহণ দেখতে পান। লাদাখ ও অরুণাচলপ্রদেশের মানুষ সাক্ষী হয়েছেন সূর্যগ্রহণের। জানা গিয়েছিল, সীমান্ত এলাকা ও হিমালয় ভূখণ্ড থেকে গ্রহণ দেখা যাবে। তাছাড়া আর কেউ এই "রিং অফ ফায়ার" বা আগুনের বলয় দেখতে পাওয়া যায়নি।

পৃথিবী ও চাঁদের সঙ্গে সূর্য যখন সমান্তরাল অক্ষরেখায় এসে পড়ে তখনই দেখা যায় গ্রহণের মহাজাগতিক দৃশ্য। যখন সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই অবস্থানে আসে এবং সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে চাঁদ অতিক্রম করে এবং সূর্য আংশিকভাবে আড়াল হয়ে পড়ে, তখনই এই মহাজাগতিক ঘটনা ঘটে।

ঠাকরে-মোদী বৈঠকের পরই প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় মুখর শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : মারাঠা সংরক্ষণ সহ তখত ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আলোচনার করতে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধভ ঠাকরে। ২০১৯ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের পর বহুদিনের সঙ্গী বিজেপিকে ত্যাগ করেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে মহারাষ্ট্রে সরকার গড়ে শিবসেনা। মুখ্যমন্ত্রী হন সেই দলেরই উদ্ধভ ঠাকরে। এরপর থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রে শাসক দল তথা প্রাক্তন সঙ্গীকে তুলোধনা করতে ছাড়েনি শিবসেনা।

তবে এদিন বৈঠকের পরএবার দলেরই অন্যতম শীর্ষ নেতা সঞ্জয় রাউতের গলায় শোনা গেল ভিন্ন সুর। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি সম্বোধন করলেন, দেশ ও দলের "টপ লিডার" বলে। উল্লেখ্য, গত দু''বছর ধরে শিবসেনার এই নেতাকেই বিজেপির বিরুদ্ধে সব থকে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে।

শিবসেনার সাংসদ রাউতের বৃহস্পতিবার এই ঘোষণার দু''দিন আগেই তাঁর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধভ ঠাকরে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মহারাষ্ট্র কোটার বিষয়ে সাহায্য চেয়ে। এরপরই রাউতের মোদী সম্পর্কে এই প্রশংসাবাক্য যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও এরপরই ড্যামেজ কন্টোলে নেমে পড়ে শিবসেনা। তাদের মুখপত্র সামনায় বলা হয়েছে, "এটা কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য নয়।" সেই সঙ্গে ঠাকরে বলেছেন, "আমরা হয়তো রাজনৈতিক ভাবে একসঙ্গে নই, তার মানে এই নয় যে আমাদের সম্পর্ক পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে।"

যদিও সঞ্জয় রাউত বলেন, "এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, আমি সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট নিয়ে এগোতে চাই না। বিজেপি গত সাত বছরে সাফল্য পেয়েছে মোদীর জন্য। এখনও দেশের ও তাঁর দলের শীর্ষ নেতা নরেন্দ্র মোদীই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

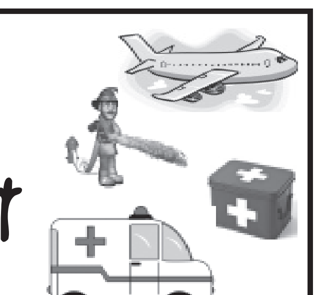

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুস্থতাই দিচ্ছে স্বস্তি, ভারতে ৩৭.২১-কোটির উর্ধে কোভিড টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): করোনা-পরীক্ষা ভারতে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ভারতে ৩৭.২১-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ জুন সারা দিনে ভারতে ২০,০৪, ৬৯০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৭,২১,৯৮,২৫৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,০৪, ৬৯০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৪ হাজার ০৫২ জন।

সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ফের কমল ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৬৩,৪৬৩। ৬৩ হাজার ৪৬৩ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৫২-তে (৪.০০ শতাংশ) পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,৫১,৩৬৭ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৫৯,৬৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬,১৪৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৭৬,৫৫,৪৯৩ জন (৯৪.৭৭ শতাংশ)।

টিকা অপচয়ে শীর্ষে ঝাড়খণ্ড গত মাসে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের টিকা উদ্বৃত্ত লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১০ জুন মে (হি.স.) : করোনার বাড়বাড়ন্তের মাঝে এখনও দেশের বহু মানুষ টিকা নিতে পারেননি। এরই মাঝে দেশের একাধিক রাজ্য থেকে উঠে আসছে টিকা অপচয়ের তথ্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি টিকা অপচয় হয়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। শুধু তাই নয় দিন প্রতিদিন টিকা নিতে গিয়ে টিকা কেন্দ্রগুলোর সামনে শয়ে শয়ে মানুষ অপেক্ষা করেও দিনের শেষে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে মানুষকে। অথচ এমন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার হাতেও উদ্বৃত্ত টিকা রয়েছে লক্ষাধিক। এমনটাই উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্যে।

কেন্দ্রের দাবি, গত মাসে ঝাড়খণ্ডে মোট ৩৩.৯৫ শতাংশ টিকা অপচয় হয়েছে। যা গোটা দেশে সর্বোচ্চ। তালিকায় এরপরেই রয়েছে ছত্তিসগড় (১৫.৭৯) এবং মধ্যপ্রদেশ (৭.৩৫)। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী, কোভিড-বিধ্বস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির টিকাদান কর্মসূচির চেহারাও খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। পাঞ্জাব (৭.০৮), দিল্লি (৩.৯৫), রাজস্থান (৩.৯১), মহারাষ্ট্রে (৩.৫৯) গত মাস পর্যন্ত করোনা যেভাবে আঁচ ছড়িয়েছে, ঠিক সেভাবেই নষ্ট হয়েছে টিকার ভাঁড়ারও। তালিকায় রয়েছে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, গুজরাটও।

এদিকে, টিকার আকাল বলে সরব হওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে গত মাসে কেন্দ্রের পাঠানো টিকার মধ্যে এখনও ১.৬১ লক্ষ ভ্যাকসিন উদ্বৃত্ত রয়েছে। সরকারি পরিভাষায় বললে, 'নেগেটিভ ওয়েস্টেজ'। যা শতাংশের হিসেবে -৫.৪৮। একই ছবি দক্ষিণের রাজ্য কেরলেও। সেখানেও ভ্যাকসিন উদ্বৃত্ত রয়েছে ১.১০ লক্ষ। নেগেটিভ ওয়েস্টেজ -৬.৩৭ শতাংশ।

বিশালগড়ে দুটি সংগঠনের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জুন।। বৃহস্পতিবার পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হয় বিশালগড়ে।ত্রান সামগ্রী বিতরণ এর প্রথম কর্মসূচি অনুষ্ঠান হয় বিশালগড় রাউৎখলায়।উদ্যোগে ছিলেন বিশালগড় রাউৎখলা যুব সংস্থা। এলাকায় দুই শতাধিক গরীব ও দুস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট। ক্লাব সচিব সৈকত সাহা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা গরিব দের হাতে তুলে দেয় খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট। অপরদিকে ত্রাণ বিতরণের দ্বিতীয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড় এর জনজাতি এলাকায়। বংশী বাড়ি স্থানীয় একটি বাড়িতে। ত্রাণ বিতরণের কর্মসূচি উদ্যোগেক্তা আগরতলাযর লায়ন ক্লাব। এলাকায় খেটে খাওয়া গরিব জনজাতি দের হাতে তুলে দেওয়া হয় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সহ-সভাপতি কিশোর কুমার সাহা এবং শুভজিৎ সাহা, শ্যামল সাহা সহ অন্যান্যরা।

দক্ষিণ জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ জুন।। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম দক্ষিণ জেলার এক প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন প্রদান করে জেলা শাসকের নিকট। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অপেক্ষামান তালিকাভুক্ত বেনেফিশিয়ারিদের বঞ্চিত করার জন্য চক্রান্তের চেষ্টার অভিযোগ ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েতের শাসক দলের আশ্রিত কিছু কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে সিপিআইএম জেলা স্তরের নেতৃত্বরা বলেন, নায্য বেনেফিশিয়ারি হওয়া সত্ত্বেও তাদের বাড়িতে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোন যোগাযোগ না করে , প্রয়োজনীয় জিও ট্রেকিং না করে, তারা বাড়িতে অবস্থান করে না বলে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে বঞ্চিত করার চেষ্টা করার পাশাপাশি এলাকায় যে সকল সুবিধা ভোগিরা তাদের দরখাস্ত জমা দিতে গেলে শাসক দলের লোকেরা তাদের বাঁধা দেয় এমনই অভিযোগ তুলে সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। সমস্ত বিষয় নিয়ে দক্ষিণ জেলা জেলাশাসকের নিকট এক প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন মিলিত হয়।দাবি গুলি জেলাশাসকের নিকট রাখেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত গরীব অসহায় বেনিফিশিয়ারিদের বঞ্চিত করা চলবেনা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক , মহাকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুধন দাস।

বিতরণ করা হয়

● আটের পাতার পর

সুদীপ' বিলোনিয়ার অনুগামীরা করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী সহ কোভিড সুরক্ষা সামগ্রী নিয়ে পাশে দাঁড়ালো। সারা রাজ্যে 'বন্ধুর নাম সুদীপ' অনুগামীরা মানুষের পাশে থাকার জন্য সচেষ্ট। বিলোনিয়াতেও দেখা গেল সুদীপ অনুগামীরা 'বন্ধুর নাম সুদীপ' এই ব্যানার নিয়ে মাঠে নামতে। বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় করোনা আক্রান্ত রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সাথে দেখা করে বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কর্মসুচি অব্যাহত রাখলো বৃহস্পতিবারেও। বিলোনীয়া পৌর পরিষদ এলাকার ১০ নং ওয়ার্ডের বাশ পাড়া কলোনী কনটেইনমেন্ট জোন ও রামঠাকুর পাড়া এলাকার জনগণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও কোভিড সুরক্ষা সামগ্রী তুলে দেয়।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

তা নিয়ে মহেশখলা বর্মন পাড়া এলাকায় নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

আমতলী থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশ নিশ্চিত হবে এটি আত্মহত্যা, নাকি কোনো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা।

খোয়াইয়ে

● আটের পাতার পর

রানি রায় (৬০)। তার গলা ও বাঁ পায়ে গুরুতর আঘাত লাগায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। মহিলাকে যে অলটো গাড়ি ধাক্কা দেয় সে গাড়ির চালক পেশায় একজন চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা দেববর্মা আমপুরা পিএইচসিতে কর্মরত। জানা যায় লাইসেন্স ছাড়াই গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার আদিবাসীদের প্রতি এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা ক্ষমতায় এসেছি এবং জনগণের অনুভূতি বিবেচনা করে উক্ত বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আদিবাসী অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৮৩৮৯.৭১ কোটি টাকাও অনুমোদনের দাবি করেন। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির রিপোর্ট প্রকাশেরও দাবি জানিয়েছেন এবং এখনও তার দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কোনও প্রতিক্রিয়া ছাড়াই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে বিচারাধীন রয়েছে। জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কাছে চিঠিতে অনুরোধ করেছেন অবিলম্বে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

লাকড়ি নিয়ে রাস্তার পাশেই পড়ে রয়েছে।

যুবককে তড়িঘড়ি বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুতে পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ওই যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে কলম চৌড়া থানার পুলিশ বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছুটে যায়। তার দু বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।মৃত হওয়া যুবক কৃষি কাজ করে কোনরকমে সংসার চালাত। মৃত যুবকের স্ত্রীর অভিযোগ তাকে কেউ মেরে ফেলেছে।

পুলিশ যদি সঠিক তদন্ত করে তাহলে আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান ময়নাতদন্ত করলেই তার কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তা বেরিয়ে আসবে। তার মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর

গেছে। প্যাকেটগুলিতে শুকনো গাঁজা পাওয়া গেছে।

পুলিশের দাবি, প্রায় ৭৩৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, যার বাজার মূল্য ৭ লক্ষাধিক টাকা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, গাঁজা পাচারের দায়ে বিহারের বাসিন্দা ওই লরির চালক সীতারাম যাদবকে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গাঁজার প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করা হবে।

উত্তীর্ণ

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। করোনা পরিস্থিতিতে বাসভাড়া ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি। সাথে টিউশন ফি ছাড়া অন্য কোনও মাশুল না নেওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

শিবির

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে। তাঁর কথায়, এই গ্রামে প্রতিটি ঘরে গিয়ে মশারি ব্যবহারের পদ্ধতি যাচাই করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হবে।

নির্লিপ্ততা

● প্রথম পাতার পর

এত কম পরিসরে এত বেশি মানুষের মৃত্যু আমেরিকা বা বিলাতের ইতিহাসে এই প্রথম, এবং এই কারণেই তাহা ভয়াবহ, অনন্যপূর্ব। মৃত্যু ছাড়াও এই ভয়াবহতার অন্য ও প্রকটতর বিয়োগান্তক দিকটি আরো গহীন। বৈশ্বিক এই অতিমারির বিষয়ে আমাদের ধারণা মুঠোফোনের কল্যাণে একদম গৃহের অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া গেছে বটে কিন্তু ত্রিপুরাবাসীর মগজে প্রবেশ করিয়াছে কি? উহারা সরকার বাহাদুরকে কেন বলেন না, দয়া করিয়া বাজারহাট বন্ধ করিয়া দিন। শুধু সপ্তাহে দুইদিন হাটে যাইবো। ধৈর্য ধরিয়া, দূরত্ব বজায় রাখিয়া সব্জী-মাছ ক্রয় করিবো। তাড়াহুড়ো করিবো না। এইরকম দুইমাসব্যপী চলিলে কি ত্রিপুরার কৃষক,ব্যবসায়ী,সাধারণ মানুষ এক্কেবারে মরিয়া যাইবে? ভাবিয়া বলুন? অতিমারি চলিতেছে, আর আমরা কেবল প্রশাসনের দোষ খুজিয়া বেড়াইতেছি? আমরা বাড়িতে বসিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ওষুধ গিলিতেছি, এমনকি করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করিতেছি ! ইহাকে কি বলে? ধৃষ্টতা? নাকি মূর্খের স্বর্গলাভ? কার্ফুর ভিতরেও সুযোগ পাওয়া মাত্র যে আমরা শহর প্রদক্ষিণ করিতে বিন্দুমাত্র পিছুপা হই না,তাহারাই কিনা অসুখের শুরুতে হাসপাতালে যাইতে বলিলে শিহরিত হইয়া বলে,'হাসপাতালে ভর্তি হইতাম না, ইঞ্জেকশন দিয়া মাইরা লাইবো। ঘরে থাইক্যা মরুম।'

আহহারে মোর পোড়া কপাল

এই দেড় বৎসরে মৃত্যুর মধ্য দিয়া পথ হাঁটিতে হাঁটিতে আমাদের এক প্রকার নিঃস্পৃহতা জন্মাইয়াছে। কোভিড-শুরুর দিনগুলিতে আমরা নিজেদের প্রবোধ দিতেছিলাম, এই দেশে প্রতি বৎসর পথ-দুর্ঘটনায়, সন্ত্রাসে,হৃদরোগে,ক্যান্সারে কি অন্যান্য রোগে ঢের বেশি মানুষ মারা যায়, কোভিড উহার বেশি কী করিবে? বিপুল মৃত্যুভার বহিয়া, এখন অতিমারির দ্বিতীয় তরঙ্গের মুখে পড়িয়াও আমাদের তত বিচলন নাই। গত আঠারো মাসের মধ্যে আমরা মৃত্যুর স্বাভাবিকীকরণ ও সরলীকরণ সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছি।

ইহাই কি তবে একুশ শতকের জীবন? আধুনিকতা? বিরহদহন, দুঃখ, সবই সহিয়া যায়, এমনকি রাজ্যবাসী বা দেশবাসীর মৃত্যুতেও এই বোধ? রোগ-অসুখে মানুষ মরিবে, বাজারে-লোকালয়ে থাকিলে আগুন লাগিবে, পথে বাহির হইলে গাড়ি চাপা দিতে পারে এইরূপ অপদার্শনিক নিরাসক্তিই হয়তো আমার রাজ্যবাসীর জীবন ও বিশেষত মৃত্যু পরিমাপের নির্বিকার একক। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাংঘাতিক সব নামকরণ বা উপনয়নজনিত রূপকথার শব্দমূর্ছনা 'কোভিড-যুদ্ধ', 'সম্মুখসমর', 'ফ্রন্টলাইন কর্মী'-র ন্যায় শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা অনেকাংশেই সত্যও বটে। প্রিয়জন হইতে বহু দূরে, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বৃদ্ধ রোগীর প্রাণ বাঁচাইতে বদ্ধপরিকর হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসা ও সেবা করিতেছেন যে স্বাস্থ্যকর্মী, তাহার নিকট ইহা যুদ্ধেরই শামিল। কিন্তু সেই গণ্ডির বাহিরে, এই রাজ্যজুড়িয়া বেশিরভাগ জনগণের কাছে মনে হইতেছে, এমন মৃত্যু তো হইয়াই থাকে। এমনই ঘটিয়া থাকে।কেউ কেউ অতি শিক্ষার অবকাশে প্রশ্ন তুলিতে এক মূহুর্তের দেরি করেন না,'কোভিড আছেনি! কিতা করোনা? সব ভাওতা। '

বিশ শতকে বিশ্বযুদ্ধের তীব্রতা মানুষকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, মৃত্যু কত করুণ, কেমন ভয়ঙ্কর।উহারা তাহা উপলব্ধ করিয়াছিলো বলিয়াই রাশিয়া, ইউরোপ,আমেরিকা,জাপান,চীন মাটিতে মিশিয়া গিয়াও ১৯৪৫ সালের পর আবার অতিকায় আকার ধারন করিয়াছে। কিন্তু একুশ শতকের আমরা,এমনকি এই ছোট্ট রাজ্যের মানুষও এক বৎসরে অতিমারির প্রতিষেধক কখনো ব্যবহার করিতেছি কিংবা কখনো দূরে ঠেলিয়া দিতেছে, আবার,চায়ের আড্ডায় পাশে রাখিয়াছে জনম-কুন্ডলীঃ

জন্মিলে মরিতে হইবেই !

এই অদ্ভুত সমানুপাতিক সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা,সমান্তরাল তৎপরতা ও নির্লিপ্ততাই তাহার "আধুনিকতার অভিজ্ঞান" হইয়া উঠিলে আমাদের ভয়াবহ দিন দেখিবার আরো অনেক বাকী।

কম বয়সী ব্যক্তির মৃত্যুতে আজ আপনি কি চিন্তিত?

অন্য জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তিরা করোনা আক্রান্ত হইয়া মরিতেছে কিনা ইহা জানিতে কি আপনি আগ্রহী?

ত্রিপুরার চিকিৎসকগন কি এই রোগের শুশ্রূষা আদৌ করিতে জানেন ? আপনি কি ইহাও জানিতে চান?

আমাদের অক্সিজেনেটেড বেড,অন্যান্য ওষুধ, অক্সিজেন সাপ্লাই, ভ্যাক্সিনেশন কেমন মজুদ রহিয়াছে ? ইহা জানিতেও নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছা হয়!

এইসবের বিপরীতে আমার কেবল একটি কথাই একান্ত ভাবে শুধাইতে ইচ্ছা করে।

কানে কানে বলি,পাছে না বেশী লোক শুনিয়া ফেলে ' নিজের চরকায় সঠিক ও সময় মতন আমরা তেল দিলে, আজ আর এই দিন দেখিতে হইতো না '...

বৈদ্য, মহকুমা-শাসক কিংবা সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপানো ব্যতীত আর বোধহয় আমাদের কিছুই করিবার নাই।

করল কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

প্রাণ হারিয়েছেন ৬ হাজার ১৪৮ জন করোনা-রোগী। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৬৭ জন। এক ধাক্কায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৬৩,৪৬৩ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১১, ৬৭,৯৫২ জন (৪.০০ শতাংশ)।

কোভিড টিকাকরণও সমানতালেই চলছে, ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২৪,২৭,২৬,৬৯৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬ হাজার ১৪৮ জনের (এক দিনে সর্বোচ্চ) মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৫৯,৬৭৬ জন (১.২৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ২০,০৪, ৬৯০। সংক্রমণ হ্রাসের মধ্যে সুস্থতাই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৬৭ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২, ৭৬,৫৫,৪৯৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৪.৭৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২৪ কোটি ২৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৯৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৩৩,৭৯,২৬১ জনকে।

আহ্বান

● প্রথম পাতার পর

বলেন, করোনা অতিমারির দরুন অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রচণ্ড বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সব অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে রাজ্যের বর্তমান সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। এর প্রতিফলনও সর্বক্ষেত্রে পড়ছে। স্কুলস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত পারফরম্যান্স গ্রেডিং ইণ্ডে' ত্রিপুরা রাজ্য চতুর্থ স্তরে গ্রেড ওয়ানে উন্নীত হয়েছে। এই পারফরম্যান্স রিপোর্টে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে। এই পারফরম্যান্স ধরে রাখতে এবং আগামীদিনে রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষামন্ত্রী সবার সহযোগিতা চেয়েছেন।

বর্তমান করোনা অতিমারি চলার সময় অভিভাবকদের উপর থেকে চাপ কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয় যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে সে সম্পর্কে বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ সভাকে অবহিত করেন। লিখিত আকারে এই সব পদক্ষেপ দপ্তরে জানানোর জন্য শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধিদের বলেছেন। বৈঠকে উপস্থিত ত্রিপুরা স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণোদয় সাহা এই সময়ে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সমস্ত পদক্ষেপ নেবার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

অঙ্গন

অনেকটা সুস্থ মিলখা সিং, এখনও অক্সিজেন সাপোর্টে তাঁর স্ত্রী

চণ্ডীগড়, ১০ জুন (হি.স.) : অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছেন করোনা পরবর্তী সমস্যার কারণে ফের হাসপাতালে ভর্তি কিংবদন্তি স্প্রিন্টার মিলখা সিং। তবে মহিলা ভলিবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা তাঁর স্ত্রী নির্মল কাউরের আশঙ্কা এখনও কাটেনি। তাঁদের পরিবারের তরফে জানান হয়েছেন মিলখা সিং-এর শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে, তবে তাঁর স্ত্রী নির্মল কাউর এখনও লড়াই চালাচ্ছেন, যদিও তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন।'

চণ্ডীগড়ের একটি হাসপাতালে এই মুহূর্তে ভর্তি রয়েছেন মিলখা সিং। কোভিড পরবর্তী শারীরিক সমস্যার কারণে তাঁকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, 'তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়েছে। এবং তিনি নিজে হাতে খাওয়া শুরু করেছেন।'

মিলখা সিং-এর স্ত্রী আবার ভর্তি রয়েছেন মোহালির এক বেসরকারি হাসপাতালে। এখানে আগে মিলখা সিং-ও ভর্তি ছিলেন। সেই হাসপাতালের তরফে বলা হয়েছে, নির্মল কাউর এখনও অক্সিজেন সাপোর্টেই রয়েছেন। তবে তিনি লড়াই চালাচ্ছেন।

কিছু দিন আগেই মোহালির বেসরকারি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন মিলখা সিং। তবে সে বার বাড়ির লোকের অনুরোধে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছিল। তবে কোভিড পরবর্তী সমস্যার কারণে ফের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় মিলখা সিং-কে।

ইউরো কাপের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে জয় পর্তুগালর

লিসবন, ১০ জুন (হি.স.) : ইউরো কাপের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে জয় পেল জিতল পর্তুগাল। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে স্পেনের বিরুদ্ধে জয় অধরা থাকলেও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তা পুষিয়ে নিল পর্তুগাল। ইউরো কাপ শুরুর ঠিক আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে বিধ্বংসী মেজাজে ধরা দিলেন ফার্নান্দো স্যান্তোসের ছেলেরা। ম্যাচে প্রথম থেকেই আক্রমণে একচেটিয়া আধিপত্য বজার রাখে পর্তুগাল। আগের ম্যাচে গোল না পাওয়ায় এদিন দুই অর্ধে দু'টি করে গোল করে ইজরায়েলকে উড়িয়ে ইউরো ২০২০ আসরের প্রস্তুতি সারল রোনাল্ডো অ্যান্ড কোং। লিসবনের এস্তাদিও জোসে আলালাদে স্টেডিয়ামে ইজারায়েলকে উড়িয়ে দেয় গতবারের ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। জোড়া গোল করেন ব্রুনো ফার্নান্ডেস, একটি করে গোল করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও জোয়াও কানসেলো। রোনাল্ডো সেই সঙ্গে দেশের জার্সিতে ১০৪টি গোল করলেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনাল্ডোর ১৭৪ ম্যাচে গোলের সংখ্যা ১০৪টি। আর পাঁচটি গোল হলেই ইরানের স্ট্রাইকার আলি দাইয়ের গড়া ১০৯ গোলের রেকর্ড স্পর্শ করবেন পাঁচবারের বর্ষসেরা এই পর্তুগিজ তারকা ফুটবলার। এই ইউরো কাপেই দেশের জার্সিতে সর্বোচ্চ গোলের বিশ্বরেকর্ডের হাতছানি রয়েছে রোনাল্ডোর সামনে।

আসন্ন মরশুমেই ইউনাইটেডে যোগ দিতে প্রস্তুত তারকা ফুটবলার স্যাঞ্চো

লন্ডন, ১০ জুন (হি.স.) : শ্রীঘই ইউনাইটেড সমর্থকদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। আসন্ন মরশুমেই ইউনাইটেডে যোগ দিতে প্রস্তুত তারকা ফুটবলার জেডন স্যাঞ্চো। ইউনাইটেড গত মরশুম থেকে স্যাঞ্চোকে দলে পেতে ।আগ্রহী হলেও করোনা কালে আর্থিক স্থিতি তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ মরশুমে ফের স্যাঞ্চোকে দলে নিতে আগ্রহী রেড ডেভিডলসরা।

সিনিয়র দলে সুযোগের অভাবে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছেড়ে বুন্দেশলিগায় বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে যোগ দেন তরুণ ফরোয়ার্ড। তাঁর সেই সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণিত করে জার্মানিতে একের পর এক রেকর্ড ভাঙতে থাকেন ২১ বছরের তরুণ। ইতিমধ্যেই ডর্টমুন্ডের হয়ে ১৩৭টি ম্যাচে ৫০টি গোল ও ৬৪টি অ্যাসিস্ট প্রদান করে ফেলেছেন তিনি। এমন প্রতিভাশালী তরুণকে যে সব ক্লাবই নিজেদের দলে সামিল করতে চাইবে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই মতোই গত মরশুমে স্যাঞ্চোকে দলে পেতে উঠে পড়ে লাগে ইউনাইটেড। কিন্তু করোনাকালে তারকা ফুটবলার জন্য ডর্টমুন্ডের একসঙ্গে ১২০ মিলিয়ন ইউরোর দাবি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ মরশুমে ফের স্যাঞ্চোকে দলে নিতে আগ্রহী রেড ডেভিডলসরা। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী ইতিমধ্যেই স্যাঞ্চোকে দলে নিতে তাঁর এজেন্টদের সঙ্গে কথা পাকা করে ফেলেছে ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ। পাঁচ বছরের চুক্তিতে ম্যাঞ্চেস্টারে ফিরতে সম্মতি মিলেছে স্যাঞ্চোর তরফেও।

তবে এখনও ডর্টমুন্ডের সঙ্গে দু''বছরের চুক্তি অবশেষ রয়েছে এই উইঙ্গারের। রিপোর্ট অনুযায়ী তারকা ফুটবলারের জন্য ৯৫ মিলিয়ন ইউরো দাবি করতে পারে জার্মান ক্লাব। চুক্তি পাকা করতে ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনাও শুরু করে দেওয়া হয়েছে ইউনাইটেডের তরফে। তবে এখনও তা পাকা না হওয়ায়, বাকি ক্লাবগুলিরও স্যাঞ্চোকে দলে নেওয়ার দরজা খোলা রয়েছে।

দীর্ঘ রোগ-ভোগের চলে গেছেন স্বর্ণপদক বিজেতা, পদ্মশ্রী সম্মানিত মণিপুরের প্রথিতযশা প্রাক্তন বক্সার ডিঙ্কো সিং

শোক প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, মেরি কম সহ বহুজনের

ইমফল, ১০ জুন (হি.স.) : দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর পরপারে পাড়ি দিয়েছেন ১৯৯৮ সালে ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক বিজেতা, ২০১৩ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত মণিপুরের প্রথিতযশা প্রাক্তন বক্সার ৪২ বছরের নাংগম ডিঙ্কো সিং। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইমফল পূর্ব জেলার সেকতা মায়াই লেইকায় নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন স্বর্ণজয়ী বক্সিং আইকন ডিঙ্কো সিং। ডিঙ্কো সিঙের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ, আরেক স্বর্ণজয়ী বক্সার মেরি কম প্রমুখ বহু অনুরাগী।

প্রয়াতের শারীরিক অসুস্থতার বর্ণনা দিতে গিয়ে পত্নী বাবাই সিংহ জানান, তাঁর স্বামী ডিঙ্কো সিং মূলত দূরারোগ্য লিভার ক্যানসারের রোগী ছিলেন। ২০১৭ সালে তিনি লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছিলেন। গত বছরের ২৩ মে দিল্লি থেকে আসার পর তাঁর সোয়াব পরীক্ষায় তিনি কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ায় এখানকার দ্য রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েস (রিমস-এ চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছিল। ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে মাঝে মাঝে কেমেথেরাপির জন্য তাঁকে নয়াদিল্লির ইনস্টিটিউট অব লিভার অ্যান্ড বিলিয়ারি সায়েন্সে যেতে হত। রুটিন কেমোথেরাপি করাতে গত বছরের এপ্রিলে তাঁর নয়াদিল্লি যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা দেশে জারি হয়ে যায় লকডাউন। কিন্তু কোনও অবস্থায় তাঁর দিল্লি যাওয়া হচ্ছিল না। অবশেষে বিষয়টি তিনি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজুর নজরে নিয়ে তাঁর সাহায্য চান। সহায়তা করেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজু। তাঁর হস্তক্ষেপে সর্বভারতীয় বক্সিং সংস্থার উদ্যোগে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ২৫ এর্পলি ইমফল

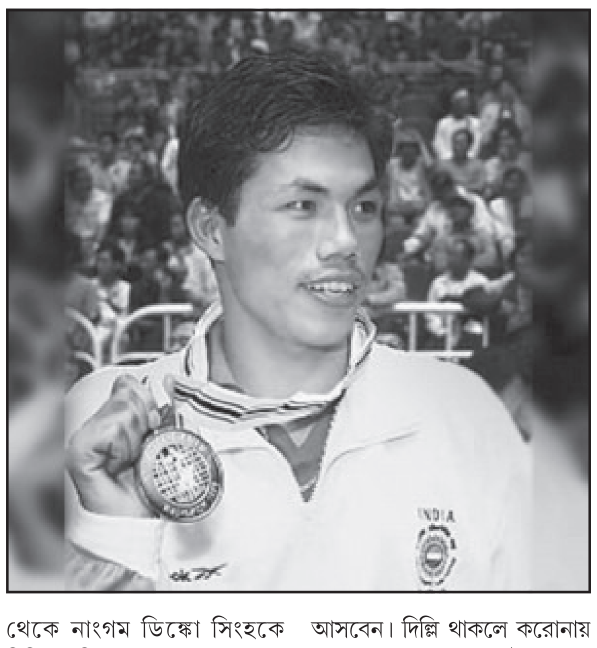

থেকে নাংগম ডিঙ্কো সিংহকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাবাই সিংহ আরও জানান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি জন্ডিসে আক্রান্ত বলে দিল্লিতে সে যাত্রায় তাঁর কেমোথেরাপি হয়নি। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন দিল্লি থেকে বাড়ি চলে আসবেন। দিল্লি থাকলে করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন, এই আশঙ্কা ও ভয়ে তিনি ইমফল ফিরে আসতে অস্থির হয়ে ওঠেন। এর পর একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সড়কপথে দু-দিন যাত্রা করে নাংগম ডিঙ্কোকে নিয়ে তিনি গত ২৩ মে (২০২০) গৃহশহরে ফেরেন। এখানে আসার পর তাঁকে মণিপুর সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি হোটেলে কোয়ারেন্টাইন করা হয়। নেওয়া হয় সোয়াব। কিন্তু প্রথম টেস্টে রেজাল্ট নেগেটিভ আসে। পরবর্তীতে শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা এবং প্রচণ্ড জ্বরের উপসর্গ দেখা দিলে ফের সোয়াব টেস্ট করা হয়। এই টেস্টের রেজাল্ট কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে ডিঙ্কোর শরীরে। পত্নী জানান, দিল্লিতেও তাঁর কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেখানে এবং এখানে আসার পরও নেগেটিভ আসে। কিন্তু কী করে আবার পজিটিভ ধরা পড়ে যায় তা ভেবে পাচ্ছিলেন না তাঁর ডাক্তার ও পরিবারের সদস্যরা।

এদিকে ডিঙ্কো সিঙের অকালমৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর শোক ব্যক্ত করে টুইটে লিখেছেন, 'ডিঙ্কোর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোকাহত। আমি তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোকাহত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাই।' প্রয়াত ডিঙ্কো সিংকে একজন 'স্পোর্টিং সুপারস্টার' হিসেবে অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজুও গভীর শোক প্রকাশ করে বিশিষ্ট বক্সারের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, ডিঙ্কো ছিলেন মণিপুরের একজন অন্যতম সেরা বক্সার। আজ সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। আমি তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

স্বর্ণ বিজয়ী মেরি কম তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগের স্মৃতি বিজড়িত দুটি ফটো জুড়ে লিখেছেন, 'আপনি আমাদের সত্যিকারের একজন জাতীয় নায়ক ছিলেন। আপনি চলে গেলেন, কিন্তু আপনার অবদান উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের মধ্যে বিরাজ করবে। রিপ।'

যাবতীয় জল্পনার অবসান কোপার দল ঘোষণা করল ব্রাজিল

ব্রাসিলিয়া, ১০ জুন (হি.স.) : অবশেষে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কোপার দল ঘোষণা করল ব্রাজিল। যদিও টুর্নামেন্টের ভবিষ্যত নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দর্শকহীন গ্যারিঞ্চা স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে এবারের কোপা যাত্রা শুরু করবে ব্রাজিল।

গত ১ জুন কোপা আমেরিকার আয়োজক দেশ হিসেবে আর্জেন্টিনার নাম বাদ দেয় কনমেবল।

কারণ হিসেবে মেসির দেশের করোনা পরিস্থিতিকে দায়ী করা হয়। তারও আগে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে নাম বাদ যায় সহ-আয়োজক কলম্বিয়ার। পরিবর্তে আয়োজক বানানো হয় ব্রাজিলকে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে করোনা পরিস্থিতি সবথেকে খারাপ এই ব্রাজিলেই। সেই কারণে নেইমার-কাসেমিরো''রা রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে কনমেবলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। কোপাতে অংশ না নেওয়ার হুমকি দেয় তারা। এই আশঙ্কার মধ্যেই অবশ্য ২৪ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করল ব্রাজিল। দলে ফিরেছেন চেলসি ডিফেন্ডার অভিজ্ঞ থিয়াগো সিলভা। সেইসঙ্গে রক্ষণে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ফেলিপেকে ডেকেছেন তিতে। দানি আলভেজের পরিবর্তে ডাক পেয়েছেন বার্সেলোনার এমারসন। কোপা আমেরিকার জন্য ঘোষিত ব্রাজিলের ২৪ সদস্যের দল

গোলকিপার: আলিসন (লিভারপুল), এডেরসন (ম্যান সিটি), ওয়েভারটন (পালমেইরাস)।

ডিফেন্ডার: এমারসন (বার্সেলোনা), দানিলো, অ্যালেক্স সান্দ্রো (জুভেন্তাস), রেনান লোদি, ফেলিপে (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), এদের মিলিতাও (রিয়াল মাদ্রিদ), মার্কুইনহোস (পিএসজি), থিয়াগো সিলভা (চেলসি)।

মিডফিল্ডার: কাসেমিরো (রিয়াল মাদ্রিদ), ডগলাস লুইজ (অ্যাস্টন ভিলা), এভারটন রিবেইরো (ফ্লামেঙ্গো), ফাবিনহো (লিভারপুল), ফ্রেড (ম্যান সিটি), লুকাস পাকেতা (লিওঁ)।

ফরোয়ার্ড: এভারটন (বেনফিকা), রবার্তো ফিরমিনো (লিভারপুল), গ্যাব্রিয়েল বারবোসা (ফ্লামেঙ্গো), গ্যাব্রিয়েল জেসুস (ম্যান সিটি), নেইমার (পিএসজি), রিচার্লিসন (এভারটন) ও ভিনিসিয়াস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ)।

ক্রিকেট নিয়ে সৌরভের মত আবেগ ও উতাহ আর কারও নেই : ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও নিক হকলি

সিডনি, ১০ জুন (হি.স.) : ক্রিকেট নিয়ে সৌরভের মত আবেগ ও উতাহ আর কারও নেই। বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করে একথা বলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও নিক হকলি।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে 'মহান' আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি অজি ক্রিকেট কর্তা এও দাবি করেন যে, ক্রিকেট নিয়ে সৌরভের মতো আবেগ ও উতাহ আর কারও নেই। হকলি এও জানান যে, মানুষ হিসেবে সৌরভ অত্যন্ত বিনয়ী। গত ৩১ মে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইওর স্থায়ী পদে নিয়োগ হয় নিক হকলির। এরপর অজি বোর্ড কর্তা হিসেবে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অজি সফর নিয়ে সৌরভের সঙ্গে চুক্তি করার সুযোগ হয় তাঁর। সেই সময়েই বিসিসিআই সভাপতির ক্রিকেট নিয়ে আবেগ কতটা, তা টের পান তিনি। এবিষয়ে বলতে গিয়ে দ্য গ্রেড ক্রিকেট পডকাস্টে হকলি বলেন, 'ও (সৌরভ) সত্যিই মহান। ও একজন অত্যন্ত বিনয়ী ও ভালো মানুষ। একটা কথা বলতে পারি যে, ক্রিকেট নিয়ে ওর মত এমন আবেগ ও উতাহ আর কারও মধ্যে নেই। ওর সঙ্গে চুক্তি করাটা সত্যিই আনন্দের বিষয়। ভারতীয় মহিলা দলের অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলতে আসা নিয়ে আমাদের মধ্যে সাম্প্রতিক চুক্তি হয়েছে।'

প্রাক্তন অজি অধিনাক গ্রেগ চ্যাপেল টিম ইন্ডিয়ার কোচ থাকাকালীন সৌরভকে কার্যত হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। এবার তাঁর দেশের ক্রিকেট কর্তাই দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে।

ইউরোপিয়ান সুপার লিগ যোগদান ৬ ক্লাবকে জরিমানা উয়েফার

লন্ডন, ১০ জুন (হি.স.) : ইউরোপিয়ান সুপার লিগে যোগদান দেওয়ার জন্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ছয় ক্লাবকে জরিমানা ঘোষণা করল উয়েফা। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, চেলসি, লিভারপুল, আর্সেনাল ও টটেনহ্যামকে ২২ মিলিয়ন পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে। এতেই শেষ নয়, এমন ঘটনা আবার ঘটলে ইপিএল থেকে ৩০ পয়েন্ট করে কাটা যাবে ক্লাবগুলোর। শুধু তাই নয়, প্রতি ক্লাবের আরও ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড করে জরিমানা হতে পারে।

গত মে মাসে ইউরোপের সেরা ১২টা ক্লাব সুপার লিগ আয়োজনের কমিটি তৈরি করেছিল। কিন্তু ফিফার তীব্র সমালোচনা, উয়েফার শাস্তির ভয়, দেশের সরকারের বিরোধীতা এবং সমর্থকদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত ন'টা ক্লাব সরে এসেছিল ক্লাব জোট থেকে।

বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্তাস এখনও নিজেদের সিদ্ধান্ত অনড় হলেও ইংল্যান্ডের ছয় ক্লাব সহ ইতালির দুই ও স্পেনের আতলেতিকো মাদ্রিদ সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের তরফে এক বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, সুপার লিগে জড়িত থাকার জন্য ইপিএলের ছ'টা ক্লাব দুঃখপ্রকাশ করেছে। কার্যত ক্ষমা চেয়েছে তাদের সমর্থকদের কাছে। এমন কি, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা কখনও ঘটবে না, এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে ইপিএল কমিটি ও ইংল্যান্ডের ফুটবল ফেডারেশনকে।'

তবে বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাসকে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে উয়েফা। শাস্তি যে হতে চলেছে, কোনও সন্দেহ নেই। নির্বাসনের মুখেও পড়তে পারে মেসি-রোনাল্ডোর দল, তা সময় বলবে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে দলে নেই নিউজিল্যান্ডের উইকেটকিপার ওয়াটলিংও

লন্ডন, ১০ জুন (হি.স.) : এবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের তারকা উইকেটকিপার বিজে ওয়াটলিং। দ্বিতীয় টেস্টে শুরুর ঠিক আগেই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওয়াটলিংয়ের ছিটকে যাওয়ার কথা জানানো হয়। ওয়াটলিংয়ের বদলে এজবাস্টন টেস্টে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পড়ে টম ব্লান্ডেলের ঘাড়ে, যিনি কেরিয়ারের ১১ নম্বর টেস্টে মাঠে নামেন। উইলিয়ামসন ও স্যান্টনারের ছিটকে যাওয়ার খবর আগেই জানানো হয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ওয়াটলিংয়ের মাঠে নামতে না পারার কথা ঘোষণা করা হয়। অভিজ্ঞ উইকেটকিপারের চোট পুরোপুরি সেরে না ওঠায় ঝুঁকি নেয়নি নিউজিল্যান্ড। লর্ডসের প্রথম টেস্টে মাঠে নামা তিন তারকা ছিটকে যাওয়ায় এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশে বিস্তর রদবদল করতে হয় নিউজিল্যান্ডকে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের কথা মাথায় রেখে আরও তিন তারকাকে বিশ্রাম দেয় নিউজিল্যান্ড।

উইলিয়ামসন, ওয়াটলিং ও স্যান্টনার ছাড়াও দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশে নেই কলিন ডি''গ্র্যান্ডহোম, কাইল জেমিসন ও টিম সাউদি। ছ''জনের বদলে দলে ঢোকেন উইল ইয়ং, টম ব্লান্ডেল, ডারিল মিচেল, আজাজ প্যাটেল, ম্যাট হেনরি ও ট্রেন্ট বোল্ট।

সুতরাং, দু''টি টেস্টের জন্য নিউজিল্যান্ড মোট ১৭ জন ক্রিকেটারকে ব্যবহার করে। একমাত্র শ্রীলঙ্কা দু''টেস্টের সিরিজে এর থেকে বেশি ১৮ জন ক্রিকেটার ব্যবহার করেছিল ২০০২ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

ইংল্যান্ড একমাত্র সাসপেন্ড হওয়া রবিনসনের জায়গায় মাঠে নামায় ওলি স্টোনকে। তাদের বাকি দল অপরিবর্তিত রয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ড টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে মুখমুখী জোকোভিচ-নাদাল

প্যারিস, ১০ জুন (হি.স.) : ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালেই মহাযুদ্ধ! আগামীকাল মুখোমুখি হচ্ছেন দুই কিংবদন্তী তারকা নোভাক জোকোভিচ ও রাফায়েল নাদাল। দারুণ লড়াই হবে বলেই মনে করছেন মাতেয়ো বেরেত্তিনিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠা সার্বিয়ার টেনিস তারকা জোকোভিচ। এখনও অবধি ৫৭ বার নাদালের মুখোমুখি হয়েছেন জোকোভিচ। ২৯-২৮ ফলে এগিয়ে আছেন সার্বিয়ার টেনিস তারকা। তবে ফরাসি ওপেনে এখনও অবধি ৮ বার মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। যার মধ্যে ৭ বার জিতেছেন নাদাল। এ বারের ফরাসি ওপেনের এক নম্বর বাছাই জোকোভিচ যদিও তাতে চিন্তিত নন। তিনি বলেন, "শেষ কিছু সপ্তাহ ধরে সুরকির কোর্টে যে ভাবে খেলছি তাতে আমি খুশি। নাদালের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে যা আমাকে আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে। দারুণ লড়াই হবে।" তবে এখনও পর্যন্ত ১৩ বার ফরাসি ওপেন জিতেছেন নাদাল। বরাবরই এই প্রতিযোগিতায় এক ধাপ এগিয়ে থাকেন এই স্প্যানিশ টেনিস তারকা। ২০১৬ সালে এক বার ফরাসি ওপেন জেতেন জোকোভিচ। তিনি বলেন, "অন্য ম্যাচের থেকে এই ম্যাচ আলাদা। সুরকির কোর্টে নাদালের বিরুদ্ধে খেলাই সব চেয়ে কঠিন। প্রচুর সাফল্য রয়েছে ওর এই কোর্টে। গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের শেষ লগ্নে এসে এই লড়াই আরও কঠিন।

আইসিসি-র হল অফ ফেমে জায়গা পাবেন ১০ জন কিংবদন্তি ক্রিকেটার

দুবাই, ১০ জুন (হি.স.) : আইসিসি-র অফ ফেমে ঠাঁই পেতে চলেছেন আরও ১০ জন কিংবদন্তি ক্রিকেটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)-র তরফে বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, বিশ্ব টেস্টে চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ঠিক আগেই ১০ জন কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে বিশেষভাবে হল অফ ফেমে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ১০ জন কিংবদন্তি যোগ দেবেন আইসিসির ৯৩ জন হল অফ ফেমারদের সঙ্গে। ফলে হল অফ ফেমারদের সংখ্যা সেঞ্চুরি পার (১০৩) করবে ক''দিন পরেই। আইসিসি-র তরফে বলা হয়েছে, পাঁচটি আলাদা প্রজন্মের ২ জন করে ক্রিকেটারকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে হল অফ ফেমে। ১. শুরুর দিকের ক্রিকেট যুগ (১৯১৮-র আগে পর্যন্ত)। ২. বিশ্বযুদ্ধের মাঝের যুগ (১৯১৮-১৯৪৫)। ৩. বিশ্বযুদ্ধের পরের যুগ (১৯৪৬-১৯৭০)। ৪. ওয়ান ডে যুগ (১৯৭১-১৯৯৫)। ৫. আধুনিক ক্রিকেট যুগ (১৯৯৬-২০১৬)।

আগামী ১৩ জুন (রবিবার) আইসিসির বিশেষ শো-এ নতুন হল অফ ফেমারদের নাম ঘোষণা করা হবে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টায় ফেসবুক, ইউটিউব-সহ আইসিসি সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলিতে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে এই অনুষ্ঠান। উপস্থাপনায় থাকবেন অ্যালান উইলকিনস। পাঁচটি প্রজন্ম থেকে ৬ জন করে ক্রিকেটারকে বেছে নেবে আইসিসির হল অফ ফেম নমিনেশন কমিটি। পরে হল অফ ফেম ভোটিং অ্যাকাডেমির অনলাইন ভোটেই ১০ জন ক্রিকেটারকে বেছে নেওয়া হবে। ভোটিং অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন আইসিসির হল অফ ফেমার, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার্স অ্যাসেসিয়েশনের প্রতিনিধি, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও আইসিসির সিনিয়র কর্তারা।হিন্দুস্থান সমাচার

The Department of Agriculture, Govt. of Tripura invited a e-Tender in connection with the Engagement of Agency for "Cleaning, Sweeping works of entire office complex of Krishi Bhawan, Agartala including toilet blocks, floor area, corridors, stair case etc along with the Marketing section, Directorate of Agriculture during the year 2021-22." vide e-tender Notice No. No. F.12 (1-15) Agri(Store)/2021-22/P/383, dated, 07.06.2021.
1. Earnest Money Deposit (EMD): - Rs.2760 /-
2. Tender Fee : Rs. 1000/-
3. Last date of bid submission:- **Up to 5.00 PM on 24.06.2021**
For details please visit: - **https://tripuratenders.gov.in**
Any query please contact us :- Krishi Bhawan, Directorate of Agriculture, Agartala -799001, Tripura West (Phone: 0381-2323883, email: krishibhawantripura@gmail.com).

(Dipankar Dey)
Assistant Director (Head of Office)
Directorate of Agriculture
Krishi Bhawan, Agartala

ICA/C/951/2021--22

চলতি সপ্তাহে বসছে জি৭ সম্মেলন, যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন মে (হি.স.) : জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । আগামী ১২ এবং ১৩ জুন ভারচুয়ালি এই বৈঠকে থাকবেন তিনি। কথা বলবেন জি৭ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে একথাই জানানো হল।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি। সেখানেই তিনি জানান, আগামী ১২ এবং ১৩ জুন জি৭ শীর্ষ সম্মেলনের বর্দতি বৈঠকে ভারচুয়ালি যোগদান করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনা পরবর্তী যুগে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে বিশ্ব? পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন বা আবহাওয়ার সংকট কীভাবে দূর করা সম্ভাব? জি৭ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সেই নিয়েও আলোচনা সারবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

যদিও এর আগে প্রধানমন্ত্রীর এই বৈঠকে যোগদান করা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছিল। একমাস আগেই বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছিল, দেশের করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হওয়ায় সশীরে ব্রিটেনের সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন না প্রধানমন্ত্রী। তবে এবার তাঁর ভারচুয়ালি উপস্থিত থাকার কথা জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারিতে জি৭ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পান প্রধানমন্ত্রী। ভারত ছাড়াও গত ২ বছর ধরেই এই সম্মেলনে অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া। মূলত ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-কে নিয়ে গঠিত জি৭। পরবর্তী সময়ে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর এবার ভারত-সহ তিন অতিথি দেশ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকাও যোগ দেবে এই সম্মেলনে।

টিএসআর ২য় বাহিনীর উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। ছবি নিজস্ব।

শান্তিরবাজারে আক্রান্ত হলেন সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। সংবাদ সংগ্রহ করতেগিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক। শান্তির বাজার কমিউনিটি হল দীর্ঘ অনেকবছর ভগ্ন দশায় পরে রয়েছে। শান্তির বাজার মহকুমা হোওয়া সত্বেও শান্তির বাজারে নেই কোনো টাউনহল নেই। বাম আমলের গড়ে দেওয়া কমিউনিটি হলেই সমস্ত অনুষ্ঠান করতেহয় লোকজনদের। এরইমধ্যে কমিউনিটি হলটি ভগ্নদশায় পরিনত হয়েরয়েছে। অনুষ্ঠান চলাকালিন সময় হলের মধ্যে উপস্থিত লোকজনেরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। হলের উপরের ছাউনি যে কোনো সময় ভেঙ্গে পরতে পারে লোকজনের উপর। অপরদিকে বর্ষাকালে হলের মধ্যে কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করাসম্ভব হয়না। হলের ভেতরে বৃষ্টির জল পরার ফলে সকলকে অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। কমিউনিটি হলের এই ভগ্ন দশার সংবাদ সংগ্রহ করতেগেলে সেখানে উপস্থিত বিজেপির কৃষান মোর্চার শান্তির বাজারের মন্ডল সভাপিত দিব্যেন্দু চেঁধুরী সংবাদ সংগ্রহে বাঁধাদেয়। পরবর্তী সময় সাংবাদিক রাহুল সাহার উপর আক্রমন করে কৃষান মোর্চার মন্ডল সভাপতি। সাংবাদিক রাহুল সাহার মোবাইল কেড়ে নিয়ে ভিডিও ফুটেজ ডিলিট করেদেয় কৃষান মোর্চার মন্ডল সভাপতি। সাংবাদিক রাহুল সাহাকে প্রানে মারার হুমকিও দেওয়া হয়।

খোয়াইয়ে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ জুন।। আজ সাতসকালে খোয়াইয়ে নৃপেন চক্রবর্তী এভিনিউতে দুর্ঘটনা। একটি অলটো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত এক মহিলা। গুরুতর আহত মহিলাকে নিয়ে আসা হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। মহিলার নাম সন্ধ্যা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকারের চারাগাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জুন।। বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে লোকজনদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের চারাগাছ বিতরন করাহয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার জোজনার মাধ্যমে লোকজনদের আর্থিক দিকদিয়ে স্ব নির্ভর করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে প্রয়াস চালানোহচ্ছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যামে শান্তির বাজার পৌঁর পরিষদ এলাকায় ১৩ টি ওয়ার্ডের লোকজনদের বাছই করে ৫০০ এর অধিক পরিবারের লোকজনদের এই চারা গাছ ও কৃষিজ ফসলের বীজ বিতরন করাহবে। করোনা মাহামারির ফলে কোনোপ্রকার বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এরইমধ্যে আজ ছোট আকরের অনুষ্ঠানের উদ্ভোদধনের মধ্যদিয়ে ৩০ জন বেনিফিসারীর হাতে এই ফলের চারা ও কৃষিজ বীজ তুলে দেওয়াহয়। আজকের এই ফলগাছ বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, হটিকালচালরের এসিটেন্ট ডারেক্টার গৌতম দেবরায়, শান্তির বাজারের সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মজুমদার, জোলাইবাড়ীর সেক্টর অফিসার অসীম দের্বমা, বাইখোড়ার সেক্টর অফিসার দীপক চন্দ্র দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বগাফা কৃষি তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। তিনি জানান আগামী দিনে পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে লোকজনদের হাতে চারাগাছ গুলি তুলে দেওয়াহবে। রাজ্য সরকারের চিন্তাভাবনাকে সফল করতে ও লোকজনের উন্নয়ন স্বার্থে বগাফা কৃষি দপ্তর সর্বদা কাজ করেযাবে বলে জানান কৃষি তত্বাবধায়ক। আজকের এই অনুষ্ঠানে আগত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

মুম্বইয়ে আবাসন ভেঙে মৃত ১১, মালিক এবং ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা

মুম্বই, ১০ জুন (হি.স.): মুম্বইয়ের মালাড পশ্চিমে একটি আবাসন ভেঙে প্রাণ হারালেন মোট ১১ জন। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৭ জন। বুধবার রাত ১০.১৫ মিনিট নাগাদ মুম্বইয়ের মালাড পশ্চিম এলাকার আব্দুল হামিদ রোডে, মালভানি গেট নম্বর ৮, নিউ কালেক্টর কম্পাউন্ডের ৭২ নম্বর প্লটে ভেঙে পড়ে একটি আবাসন। খবর পাওয়ার পর রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। পার্শবর্তী আরও তিনটি বাড়ির অবস্থা জরাজীর্ণ হওয়ায় বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

বৃহন্মুম্বই পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চালিয়ে ৭ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে, ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। অতিরিক্ত সিপি দিলীপ সাওয়ান্ত বৃহস্পতিবার সকালে জানিয়েছেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ১৮ জনকে উদ্ধার করা হয়, তাঁদের মধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করবে। বিল্ডিংটি আরও একটি বিল্ডিংয়ের উপর ভেঙে পড়েছিল।' জয়েন্ট সিপি (আইন-শৃঙ্খলা) বিশ্বাস নানগরে পাটিল জানিয়েছেন, 'আবাসন ভেঙে পড়ার ঘটনায় ওই আবাসনের মালিক ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪ (২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় তকতে-র পর বিল্ডিংয়ে কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন তাঁরা।' আবাসন ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী আসলাম শেখ জানিয়েছেন, মৃতদের ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করল আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াল আমরা বাঙালি দল। বৃহস্পতিবার শিবনগরে আমরা বাঙালি দলের প্রধান কার্যালয়ে ৫০ টি দুস্থ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে।

আগরতলার কলেজ রোডে আমরা বাঙালী রাজ্য কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৫০টি দুস্থ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেয় আমরা বাঙালি দল। খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমরা বাঙালি রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল সহ অন্যান্যরা। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সচিব বলেন ,গোটা বিশ্বে করোনা মহামারী চলছে। আমাদের দেশ এবং আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাও করোনা মহামারীর কবল থেকে রক্ষা পায়নি। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন ও কারফিউতে মানুষের রুটি রোজগার বন্ধ হয়ে পড়েছে। অনেকের পরিবারে অনাহার-অর্ধাহার চলেছে। এসব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়নো আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব বোধের অঙ্গ হিসেবে আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ৫০ টি দুস্ত পরিবারের হাতে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও আমরা বাঙালি দলের এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল।

বাইখোরায় রাবারের দোকানে চুরি তিন লক্ষ টাকা লুট, দাবি ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জুন।। কারফিউর মধ্যে রাত্রি বেলায় ফের চুরি সংগঠিত করলো নিশিকুটম্বের দল। ঘটনার বিবরনে জানাযায় গতকাল গভীর রাতে বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প এলাকায় মা কিরন রাবারের দোকানে হানাদেয় নিশিকুটম্বের দল। এই চুরি বিষেয় দোকানের মালিক সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান গতকাল আনুমানিক রাত্র ১ ঘটিকায় উনার সি সি টিভিতে দেখতে পান কয়েকজন লোক উনার দোকানের তালা ভাংছে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের মালিক উদয় শঙ্কর দেবনাথ উনার দুইভাই মরন দেবনাথ, বিমল দেবনাথকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে ছুটে যান। উনাদের উপস্থিতি টের পেয়ে নিশিকুটম্বের দল দোকান থেকে একটি টাকার ব্যাগনিয়ে হাতে থাকা যন্ত্রাংশ দিয়ে দোকানের মালিক ও উনার ভাইয়ের উপর আঘাত করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। জানাযায় টাকার ব্যাগে তিন লক্ষ টাকা ছিলো।

অপরদিকে পালিয়ে যাবার সময় চোরের দল টি আর ০৩ এন ০৩৫২ নাম্বারের গাড়ী ঘটনাস্থলে রেখে পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবরপেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বাইখোড়া থানার পুলিশ। পুলিশ এইব্যাপারে একটি মামলা হাতেনিয়ে ঘটনাস্থল থেকে গাড়ীটি উদ্ধারকরে থানায় নিয়ে আসে। করোনা ভাইরাসের ফলে সমগ্র রাজ্যে চলছে কারফিউ। এরইমধ্যে নাইট কারফিউর মধ্যে এইধরনের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকানিয়ে প্রশ্ন জাগছে লোকমনে। পুলিশ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেনা বলে অভিযোগ উঠে আসছে একাংশমহলথেকে। এখন দেখার বিষয় সি সি টিভির ফুটেজ দেখে পুলিশ নিশিকুটম্বের দলকে আটক করতে কতটুকু সক্ষম হয়। অপরদিকে বাজারে অন্যান্য ব্যাবসায়ী ও লোকজনদের নিরাপত্তাদিতে পুলিশ কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 'বন্ধুর নাম সুদীপ'-এর উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বিলোনীয়া, ১০ জুন।। বৃহস্পতিবার শ্যামলী বাজার বিপণিবিতানের সামনে ও শ্রমিকদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছে বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থা।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সরকারি সাহায্য সহায়তার পাশাপাশি প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন এর অনুগামীরা বিভিন্ন স্থানে গরিব মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগরতলা শহরের শ্যামলী বাজার বিপণিবিতানের সামনে অটো রিস্কা শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আশীষ কুমার সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অটো শ্রমিকদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বন্ধুর নাম সুদীপ নামে সংস্থা গরীব দুস্থ মানুষের হাতে এ করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিচ্ছে। এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচির ভূয়শী প্রশংসা করেন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। তিনি বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে অটোরিকশা শ্রমিকদের রুটি রোজকার অন্ধ হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানবতাবাদি কাজ। এ ধরনের সামাজিক সেবামূলক কাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার পক্ষ থেকে অটো শ্রমিকদের সাথে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ায় অটো শ্রমিক সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে 'বন্ধুর নাম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩০ বছরের প্রতীক্ষা শেষ, মুসলিম বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত

শ্রীনগর, ১০ জুন (হি.স.): এক-দুই বছর নয়, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ ৩০ বছর। অবশেষে এল প্রতীক্ষিত সেই দিন, জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার বাসিন্দা মুসলিম বন্ধুর সঙ্গে অবশেষে দেখা করলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত বন্ধু। সন্ত্রাসের ভয়ে ৩০ বছর আগে পরিবারের সঙ্গে কাশ্মীর ছেড়েছিলেন মনোহর পণ্ডিত। ৩০ বছর আগের কথা, তখন জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার ক্রালগুন্দ তালুকার অন্তর্গত নেহামা গ্রামে পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন মনোহর। কাশ্মীর থেকে চলে গেলেও বন্ধু গুলাম মহিউদ্দিনের জন্য সর্বদা তাঁর মন কাঁদত, রাতে ঠিক মতো ঘুমোতে পারতেন না তিনি। দীর্ঘ ৩০ বছরের প্রতীক্ষা শেষে বুধবার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছেন মনোহর। এখন দু''জনই বৃদ্ধ। কিন্তু, বন্ধুত্ব এতটুকুও কমেনি। দেখা হওয়া মাত্রই দুই বন্ধু একে-অপরকে জড়িয়ে ধরেন। কেঁদেও ফেলেন মাঝেমধ্যেই। তবে, এই কান্না দুঃখের নয়, অত্যন্ত আনন্দের।

কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর জম্মুতেই বসবাস শুরু করেন মনোহর। সেখানে একটি দোকান রয়েছে তাঁর। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রায়ই তাঁর মন কাঁদত। কিছু দিন আগেই ঠিক করেছিলেন, আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, এবার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে! সেই মতো বুধবার চলে আসেন কুপওয়ারা জেলার নেহামা গ্রামে। গ্রামে ফিরে জানতে পারেন, তাঁর সময়কার অনেকেই পরলোক গমন করেছেন। শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায় মনোহরের। কেউ একজন জানান, তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও কাছের বন্ধু গুলাম মহিউদ্দিন এখনও তাঁর কথা মনে করেন। শুনেই বৃদ্ধ পা ছুটে যায় বন্ধু মহিউদ্দিনের দিকে। বন্ধুকে দেখা মাত্রই জড়িয়ে ধরেন মনোহর। মনোহরকে জড়িয়ে ধরেন তাঁর মুসলিম বন্ধু মহিউদ্দিন।

মনোহর যখন কাশ্মীর ছেড়েছিলেন তখন তিনি পড়াশোনা করতেন স্কুলে। ছোট মনোহর এখন অনেক বড় হয়েছেন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার পর মনোহর জানিয়েছেন, 'নিজের জন্মস্থানকে কেউ কখনও ভুলতে পারে না। সেই কারণেই কাশ্মীরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, আমি নিজের বন্ধুকে দেখতে এসেছি। ছোটবেলায় প্রচুর অবিস্মরণীয় মুহূর্ত অতিবাহিত করেছি আমরা।' মনোহর জানিয়েছেন, 'আমি ফের কাশ্মীরেই থাকতে চাই, থাকতে চাই আমার বন্ধুর সঙ্গে।'

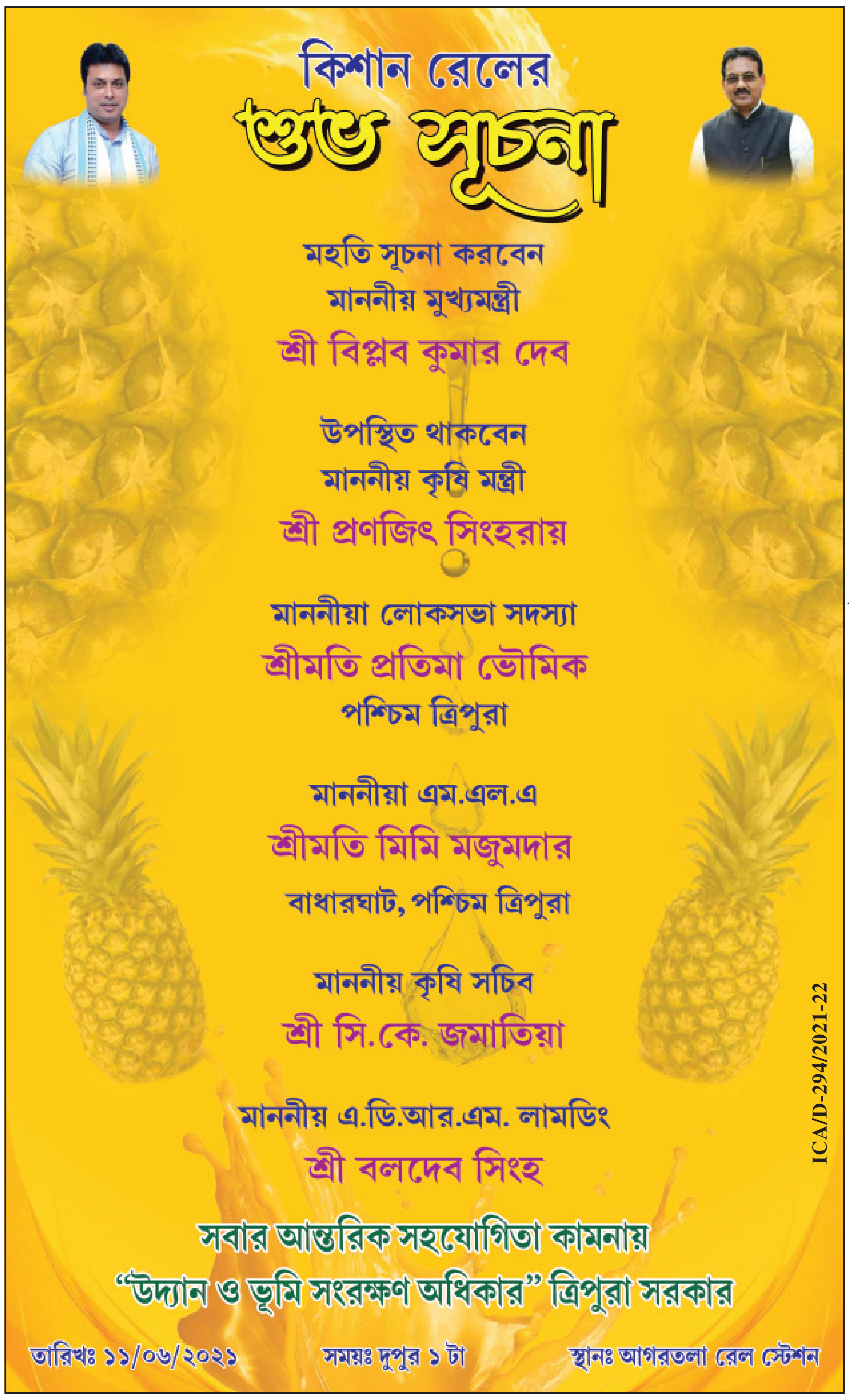

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।